ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ইয়ামি জানালেন, তিনি মা হচ্ছেন

পৃঃ ৫

রিয়ালের আমন্ত্রণে মাদ্রিদে ফিরছেন রোনালদো!

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৪৩ ● কলকাতা ● ২৯ মাঘ, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

শ্রীসমীরেশ্বর উদ্‌ঘাটন সাংস্কৃতিক উৎসব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বমাতা মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল ২১তম শ্রীসমীরেশ্বর উদ্‌ঘাটন সাংস্কৃতিক উৎসব । আসাম, ত্রিপুরা, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক সহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের এবং বিদেশের শ্রীলঙ্কা থেকে উপস্থিত হয়েছিলেন ধ্রুপদী সংগীত এবং নৃত্যের শিল্পীরা । কলকাতা বিমানবন্দরের পাশে নিউ ব্যারাকপুরে বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের আয়োজন প্রতি বছরই ধ্রুপদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় । বিকালের অস্তমিত সূর্যশোভায় সংগীত শুরু হল কর্ণাটকের কৃষদ্ধ মুখেদকরের কণ্ঠে। শিল্পী প্রথমেই রাগশ্রীতে মধ্যলয়ে ঝাপতালে বন্দিশ ধরলেন--- 'হরি কী চরণ কমল নিশদিন সুমার রে'। এরপর ছোট খেয়াল 'চরণ রি মাই রামসিয়া দর্শন কো'। রাগ ভাটিয়ারে গুরু পণ্ডিত নরিসিংহালু ভাদাভাটিজীর লেখা একতালে আরেকটি খেয়াল ---মাতা মহাকালী ছিল কৃষদ্ধর কণ্ঠে অনবদ্য। শিল্পী শেষ করলেন দাদরায় নিজের গুরুমা পদ্মবিভূষণ গিরিজাদেবীর লেখা---'দিওয়ানা কিয়া শ্যাম' গেয়ে। প্রথমেই শ্রোতৃবৃন্দের মন জয় করে নিলেন তরুণ কৃষদ্ধ মুখেদকর। এরপর মঞ্চে উঠলেন গিরিজাদেবী আরেক কৃতি ছাত্রী ত্রিপুরার শক্তি চক্রবর্তী। শক্তিদেবী শুরু করলেন মিশ্র খাম্বাজের ঠুম্‌রি দিয়ে। পরে দাদরা। শেষ করলেন বাংলা ভক্তিগীতি দিয়ে। শ্রোতৃবৃন্দের মনজয় করলেন তিনিও। অনুষ্ঠানে ছিল কবিতা পাঠও। অভিনেত্রী হিসাবেই পরিচিত দোলন রায় অনবদ্য বাচিক ভঙ্গিমায় সাত মিনিটের দীর্ঘ কবিতা 'সাধারণ মেয়ে' পরিবেশন করলেন সাবলীলভাবে।। না দেখে এতবড় দীর্ঘ কবিতা কণ্ঠস্থ অভিনেত্রীর। নিময়িত চর্চাব্যতিত এ সম্ভব নয়। নিউ ব্যারাকপুরের ওসি সুমিত বৈদ্যও চাকুরীর অতিব্যস্ততায় কবিতা চর্চা করেন জানা ছিলনা। সুমিতবাবু নিজের লেখা একটি কবিতা পাঠ করলেন। একই মুন্সিয়ানার পরিচয় দিলেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ক্ষমতা উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ড. রামদাস আটায়ালেও। এদিন অনুষ্ঠানে মঞ্চে মন্ত্রীর হাতে 'লোককল্যান অ্যাওয়ার্ড' তুলে দিলেন বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী মহারাজ। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ চ্যাপঢারের সামাজিক ন্যায়বিচার সমন্বয়কারী সত্যজিৎ দাসের একটি তৈলচিত্রও নিজের হাতে এঁকে উপহার দেন শ্রীসমীরেশ্বর মহারাজ। শিল্পকলায় গুণী এই আধ্যাত্মিক ব্যক্তির টানেই দেশ বিদেশের শিল্পীর ছুটে আসেন বিশ্বমাতা মন্দির প্রাঙ্গণে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাসজীও তাঁর স্বভাবরসিক ভঙ্গিমায় কবিতার আকারেই বক্তব্য রেখে সবার মন জয় করে নেন। মুম্বাইয়ের ওড়িশি নৃত্যশিল্পী স্বপ্নকলা

এরপর ৩ পাতায়

সরকারি চাকরিতে ৫ লক্ষ নিয়োগ হবে,

তার মধ্যে ৬০ হাজার পুলিশে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত সপ্তাহে সব দফতরের বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা। সেই বৈঠকে স্পষ্ট করে নির্দেশ দেওয়া হয় যে দফতর অনুযায়ী কোথায় কত শূন্যপদ রয়েছে তার দ্রুত হিসাব বের করতে।মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের ঘোষণা নিয়ে অবশ্য কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিরোধীরা। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'বামেরা কোনও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বাধা দেয়নি। বামেরা চুরি নিয়ে আপত্তি তুলেছে। বাংলার ছেলেমেয়েদের যোগ্যতার নিরিখে সরকারি চাকরি পাওয়া তাদের অধিকারের মধ্যে পড়ে। কিন্তু শাসক দলের মন্ত্রী, নেতারা সেই চাকরি টাকার বিনিময়ে বিক্রি করেছেন। মন্ত্রীর বান্ধবীর বাড়ি থাকা কোটি কোটি টাকা নগদ বাজেয়াপ্ত হতে বাংলার মানুষই দেখেছে'। সুজনের কথায়, ভোট আসছে, তাই আবার মুখ্যমন্ত্রী গাজর

এরপর ৩ পাতায়

১০০ দিনের কাজের বকেয়ার দাবি,

সন্দেশখালির পথে আটকে পড়ল রাজ্যপালের কনভয়

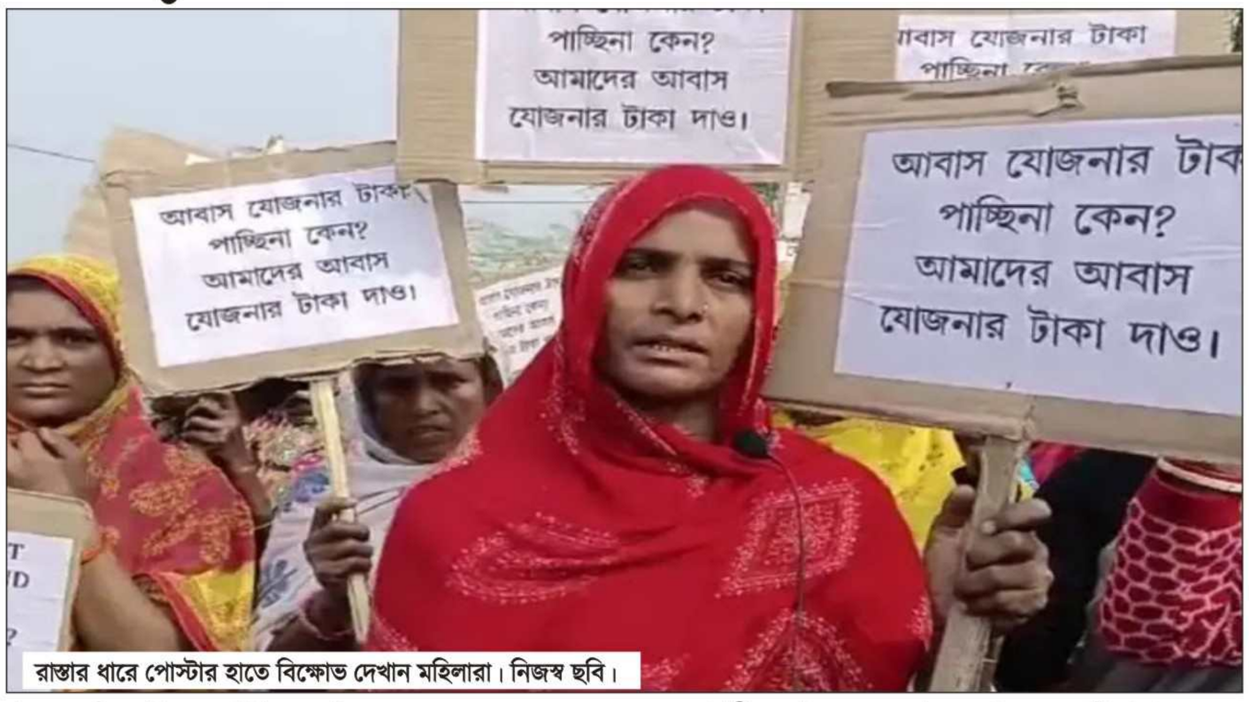

রাস্তার ধারে পোস্টার হাতে বিক্ষোভ দেখান মহিলারা। নিজস্ব ছবি।

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তপ্ত সন্দেশখালির আসল 'সন্দেশ' নিতে কেরল সফর কাটছাঁট করে ছুটে এসেছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস । সোমবার কেরল থেকে কলকাতা ফিরেই সোজা সন্দেশখালির পথে রওনা হন তিনি। কিন্তু মাঝপথে বাধা পেলেন। ১০০ দিনের কাজের বকেয়া মেটানোর দাবিতে মিনাখাঁর বামনবাজারের কাছে তাঁর কনভয় আটকানো হল।এসব শুনে তড়িঘড়ি রাজ্যপাল কেরল থেকে চলে আসেন। জানান, কেরলে বাংলার ঐতিহ্য নিয়ে সপ্তাহব্যাপী উতসবে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু এসব শুনে ফিরে আসেন। সন্দেশখালির আসল 'সন্দেশ' কী, তা জানতে তাঁর ফেরা। সোমবার সকালে সেখান থেকে ফিরেই সন্দেশখালির উদ্দেশে রওনা দেন সি ভি আনন্দ বোস। কিন্তু মাঝপথে তাঁর কনভয় আটকে পড়ল বিক্ষোভের মুখে।কালো পতাকা, প্ল্যাকার্ড নিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখালেন মহিলারা। ফলে বেশ কিছুক্ষণ আটকে পড়েন তিনি।যদিও ততক্ষণাত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে দাবি পুলিশের। এদিন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে সন্দেশখালি যাচ্ছেন বিজেপি বিধায়করা। গিয়েছেন রাজ্য

এরপর ৩ পাতায়

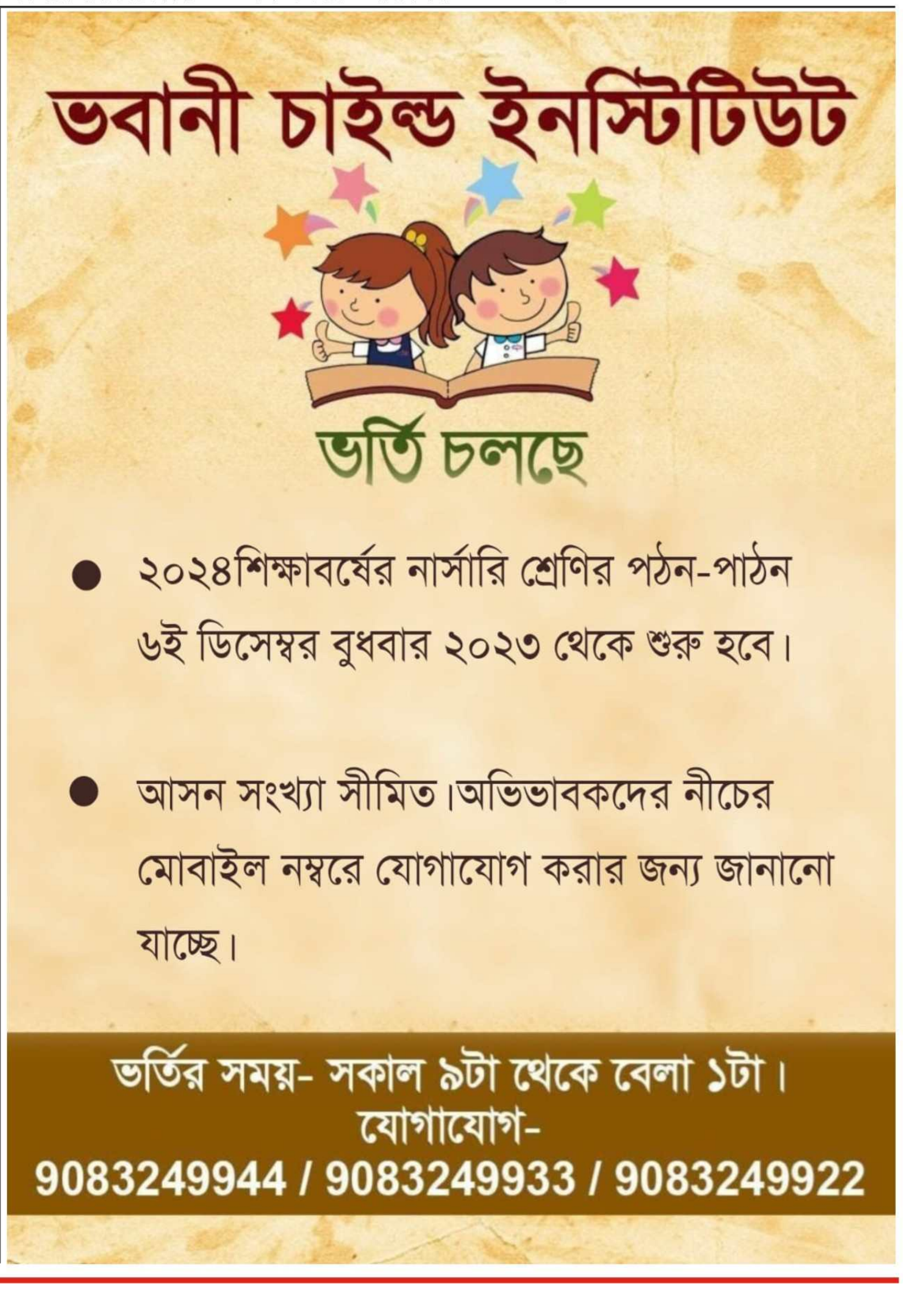

শুভেন্দুর জেলার তৃণমূল বিধায়ককে

নোটিস ধরাল আয়কর দফতর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বঙ্গ বিজেপির বিধায়কদের হট্টোগোলে থমকালো রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। তবে অধিবেশন এগিয়ে নিয়ে যেতে কড়া পদক্ষেপ নিলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ও রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপির ৬ বিধায়ককে চলতি অধিবেশনের জন্য সাসপেন্ড করে দিয়েছেন অধ্যক্ষ।শুভেন্দু সহ এদিন বিজেপির যে যে বিধায়কেরা সাসপেন্ড হয়েছেন চলতি অধিবেশনের জন্য তাঁরা হলেন অগ্নিমিত্রা পাল, বঙ্কিম ঘোষ, তাপসী মন্ডল, মিহির গোস্বামী ও শঙ্কর ঘোষ। পদ্ম শিবিরের এই ৬ বিধায়ক চলতি বাজেট অধিবেশনে আর এক দিনও অংশ নিতে পারবেন না। সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ এমনি এমনি বিজেপির ৬ বিধায়ককে সাসপেন্ড করেননি। বিজেপির বিধায়কদের কাণ্ড দেখে রাজ্য বিধানসভার বর্ষীয়ান বিধায়ক তথা রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বিধানসভার মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষকে নির্দেশ দেন অধ্যক্ষকে পদক্ষেপ করার অনুরোধ জানাতে। সেই সময় নির্মল অধ্যক্ষের কাছে বিজেপির পুরো পরিষদীয় দলকে সাসপেন্ড করার প্রস্তাব দেন। অধ্যক্ষ তাতে নারাজ হওয়ায় শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় সেই প্রস্তাব সংশোধন করে শুভেন্দু-সহ ৬ জন বিধায়ককে সাসপেন্ড করার প্রস্তাব দেন। অধ্যক্ষ সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও তাঁর নির্দেশিকা জানিয়ে দেন। তবে এদিন কলকাতা থেকে হুগলির আরামবাগে যাওয়ার পথে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, সন্দেশখালিতে যে কেউ যেতে পারে। যারা হিংসাত্মক ঘটনা ঘটাচ্ছে এবং যাদের বিরুদ্ধে

এরপর ৩ পাতায়

শিবু হাজরার প্রপার্টিতেই পুলিশের প্রহরা !

সন্দেশখালি : নিউজ সারাদিন : শিবপ্রসাদ হাজরা। সন্দেশখালির আরেক ত্রাস ! তৃণমূলের ব্লক সভাপতির পাশাপাশি জেলা পরিষদের সদস্যও বটে ! এই শিবু হাজরার বিরুদ্ধেই ভেড়ির জন্য জমি দখল, জমি দাতাদের টাকা না দেওয়া, কেউ কিছু বলতে গেলে মারধর করা, এমনকী নারী নির্যাতনের মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।তৃণমূলের জেলা পরিষদের সদস্য ও সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকে সভাপতি শিবপ্রসাদ হাজরার বিরুদ্ধে মানুষের এত ক্ষোভ, এত রাগ...এত অভিযোগ...। অথচ তাঁকে ধরা তো দূর, উল্টে সেই শিবু হাজরার প্রপার্টিতেই বসেছে পুলিশের প্রহরা ! তা দেখে গ্রামের কেউ কেউ তো বলছেন, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি, জেলা পরিষদের সদস্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা এবং শেখ শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ, শিবপ্রসাদ হাজরার পকেটে পুলিশ! কিন্তু, শেখ শাহজাহান আর তাঁর ঘনিষ্ঠ শিবপ্রসাদ হাজরা কোথায় গেলেন? পুলিশ তাঁদের ধরতে পারছে না? না কি ধরছে না? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখন সেটাই।কিন্তু, শিবু হাজরা পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরেই ! এদিকে, তাঁর পোলট্রি ফার্ম পাহারা দিচ্ছে পুলিশ!

সন্দেশখালিকাণ্ডে তৃণমূলের দাপুটে নেতা শেখ শাহজাহানের অন্যতম শাগরেদ উত্তম সর্দারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কিন্তু আরেক অভিযুক্ত শিবপ্রসাদ হাজরা ? কারণ তাঁর বিরুদ্ধেও তো গ্রামবাসীর অভিযোগের শেষ নেই ! সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকের প্রায় প্রতিটি দ্বীপেই, শেখ শাহাজাহান ঘনিষ্ঠ শিবপ্রসাদ হাজরার বিরুদ্ধে, ভেড়ির জন্য জমি দখল ! জমি নিয়ে টাকা না দেওয়া ! টাকা চাইলে মারধর, নারী নির্যাতনের মতো দীর্ঘ অভিযোগের তালিকা ! সন্দেশখালির বাসিন্দা দীপালি সর্দার বলেন, 'আমাদের দাবি এখনও শিবু হাজরাকে গ্রেফতার, যতদিন না হবে, ততদিন আমাদের আন্দোলন চলবে।'

২০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিরাট ভেড়ির হাতবদল হল ! কিন্তু, জমি যাঁরা দিলেন, তাঁদের ভাগ্য ফিরল কি ? সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকের সাধারণ খেটে খাওয়া এই মানুষগুলো কী বলছেন ? সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকের কাণ্ডারপাড়া-কাছারিপাড়ার এক বাসিন্দা বলেন, 'নোনা জল তলা নিয়ে, ঘেরফের করে দিয়ে, জোর জবরদস্তি করে, খাসের জায়গা-টায়গাগুলো সরকার থেকে যেগুলো দিয়েছিল, সেগুলো শিবু হাজরা, উত্তমবাবু, ওরাই জোর করে নিয়ে...লিজ টাকা দেবে বলে দেয়নি। এখনও পর্যন্ত কাউকে দিচ্ছে না!'

সোমবার তৃতীয়বার তলব

শেখ শাহজাহানকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালি : সোমবার তৃতীয়বার শেখ শাহজাহানকে তলব করেছে ইডি। তাঁর বিরুদ্ধে আগেই জারি করা হয়েছে লুক আউট নোটিস। সোমবারও ইডি দফতরে হাজিরা না দিলে এবার কি সোজাসুজি তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে ইডি ? নাকি তাঁকে চতুর্থবারের জন্য নোটিস পাঠাতে চলেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ?এদিকে অন্তরালে থেকেই আগাম জামিনের আবেদন করেছেন শেখ শাহজাহান। সোমবার সেই মামলারও শুনানি রয়েছে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে। শেখ শাহজাহানের আইনজীবী আগেই আদালতে নিজেদের বক্তব্য রেখেছেন। সোমবার জামিনের বিরোধিতা করে ইডির তরফে কি বলা হয় বা তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে কোনও তথ্যপ্রমাণ পেশ করা হয় কিনা, সেদিকেই নজর সকলের।সেই দিকেই নজর রয়েছে সব পক্ষের।

৫ জানুয়ারি থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি। পেরিয়ে গেছে ৩৭টা দিন। রেশন দুর্নীতি মামলায় সন্দেশখালিতে ইডি-র ওপর বর্বরোচিত হামলায় মাস্টারমাইন্ড, তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান এখনও পুলিশের খাতায় অধরা। এই পরিস্থিতিতে এবার সন্দেশখালির দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতাকে

তৃতীয়বার হাজিরার নোটিস পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

এর আগে ২৯ জানুয়ারি ও ৭ ফেব্রুয়ারি তলব করা হলেও শেখ শাহজাহান আসেননি। সোমবার সকাল ১১টায় তাঁকে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠছে, সোমবার কি হাজিরা দেবেন শেখ শাহজাহান ? নাকি ফের এড়িয়ে যাবেন ইডির তলব ? পরপর তিনবার হাজিরা এড়িয়ে কি পার পাবেন সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা ? ইডি সূত্রে খবর, সোমবার হাজিরা না দিলে, সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। তা নিয়ে ইতিমধ্যে আইনি পরামর্শও নিচ্ছেন আধিকারিকরা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কাছে খোলা থাকছে একাধিক পথ। পরপর তিনবার শেখ শাহজাহান হাজিরা এড়ালে, আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে ইডি। তাঁর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারির জন্য আর্জিও জানাতে পারে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে, কোর্ট মারফত তাঁকে সমন পাঠানো হতে পারে। কোর্টের নোটিসের পরও শেখ শাহজাহান হাজির না হলে, তাঁকে 'প্রোক্লেমড অফেন্ডার' ঘোষণা করা হতে পারে। খাতায়-কলমে তাঁকে 'ফেরার' ঘোষণা করা হতে পারে। বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে শেখ শাহজাহানের সম্পত্তি।

ভারতের কূটনৈতিক জয়,

নৌ সেনার কর্তাদের মুক্তি দিল কাতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কাতারে বন্দি আট জন নৌ সৈনিককে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল কাতারের আদালত। সেই নির্দেশ নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে টানাপড়েন চলেছে। সোমবার ভারতের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, ওই আট জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।কাতারে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া ওই আট আধিকারিক হলেন, ক্যাপ্টেন নভতেজ সিংহ গিল, ক্যাপ্টেন বীরেন্দ্র কুমার বর্মা, ক্যাপ্টেন সৌরভ বশিষ্ঠ, কমান্ডার অমিত নাগপাল, কমান্ডার পূর্ণেন্দু তিওয়ারি, কমান্ডার সুগুণাকর পাকালা, কমান্ডার সঞ্জীব গুপ্তা এবং নাবিক রাজেশ।

তাঁদের মধ্যে সাত জন ইতিমধ্যে দেশে ফিরেও এসেছেন। কাতারের এই সিদ্ধান্ত ভারতের পক্ষে কূটনৈতিক জয় হিসাবে দেখা হচ্ছে। সোমবার বিদেশ মন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, "কাতারের সংস্থায় কর্মরত আট প্রাক্তন নৌ সেনা আধিকারিককে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কাতার। আমরা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি। ওঁদের মধ্যে সাত জন ইতিমধ্যে দেশে ফিরেছেন।" গত ডিসেম্বরে ভারতীয় নৌ সৈনিকদের মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করেছিল কাতারের আদালত। সাজা কমিয়ে তাঁদের কারাবাসের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ভারত সরকারের তরফে কাতারের আদালতে আনুষ্ঠানিক ভাবে সাজা পুনর্বিবেচনার আর্জি জানানো হয়। তার পরেই ওই আধিকারিকদের মুক্তির সিদ্ধান্ত নেয় কাতার।সাত আধিকারিক দিল্লিতে ফিরেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তাঁরা বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ ছাড়া আজ আমাদের পক্ষে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হত না। ভারত সরকারের ক্রমাগত চেষ্টার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে।

সংসদের অন্তর্বর্তী বাজেট অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি

সংসদের উভয় কক্ষে মোট ১২টি বিল পাস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সংসদের অন্তর্বর্তী বাজেট অধিবেশন ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে। এই অধিবেশন শুরু হয়েছিল গত ৩১ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে। সংসদের অন্তর্বর্তী বাজেট অধিবেশন, ২০২৪ শেষ হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক, কয়লা ও খনি মন্ত্রী শ্রী প্রহ্লাদ যোশী এক সাংবাদিক বৈঠক করেন। সংসদ বিষয়ক, আইন ও বিচার, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী শ্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল এবং সংসদ ও বিদেশ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শ্রী ভি মুরলীধরন এই সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিক বৈঠকে শ্রী প্রহ্লাদ যোশী জানান, এই অধিবেশনে মোট ১০টি বিল (৭টি লোকসভায় এবং ৩টি রাজ্যসভায়) প্রবর্তন করা হয়েছে। এছাড়া, লোকসভায় ১২টি এবং রাজ্যসভায় ১২টি বিল পাস করানো হয়েছে। ৩১ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে রাষ্ট্রপতির ভাষণের মধ্য দিয়ে অধিবেশনের সূচনা হয়। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদজ্ঞাপক বক্তব্য পেশের জন্য লোকসভায় ১২ ঘন্টা সময় বরাদ্দ থাকলেও ১৫ ঘন্টা ২৮ মিনিট ধরে আলোচনা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্যসভায় এই আলোচনার জন্য ১৪ ঘন্টা সময় বরাদ্দ করা হয়েছিল। সেখানে ১৫ ঘন্টা ৭ মিনিট ধরে আলোচনা হয়। ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের ওপর উভয় কক্ষে জবাবি ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী। লোকসভায় ১১৭ জন এবং রাজ্যসভায় ৫৭ জন সদস্য আলোচনায় অংশ নেন। ১ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের জন্য অন্তর্বর্তী কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করা হয়। ৭ ফেব্রুয়ারি লোকসভায় এই বাজেট অনুমোদিত হয়। একইদিনে অর্থ বিল, ২০২৪ লোকসভায় পাস করানো হয়। ৭ ফেব্রুয়ারি রাজ্যসভায় অন্তর্বর্তী কেন্দ্রীয় বাজেট এবং জম্মু ও কাশ্মীরের অন্তর্বর্তী বাজেট নিয়ে আলোচনা হয়। ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমনের পেশ করা 'ভারতীয় অর্থনীতি এবং ভারতের মানুষের জীবনযাত্রার ওপর শ্বেতপত্রের প্রভাব' নিয়ে লোকসভায় আলোচনা হয়। ৭ ঘন্টা ২৫ মিনিট ধরে এই আলোচনা হয়। ১৭তম লোকসভায় বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কাজকর্মের কথাও বিস্তারিত তুলে ধরেন মন্ত্রী। ১৭তম লোকসভার প্রথম অধিবেশনে উভয় কক্ষে ৩০টি বিল পাস করানো হয়েছিল, যা রেকর্ড। ১৭তম লোকসভার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, ৩৭০ ধারার অবলুপ্তি এবং জম্মু ও কাশ্মীরের সব মানুষের জন্য সমান অধিকার সুনিশ্চিত করা। সেইসঙ্গে, জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বীকৃতি দেওয়া। অতীতের দাসত্বের আইনের অবলুপ্তি ঘটিয়ে নতুন ন্যায় সংহিতা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে ৩টি উল্লেখযোগ্য বিল পাস করানো হয়েছে। এগুলি হল - ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩; ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, ২০২৩ এবং ভারতীয় সাক্ষ্য বিল, ২০২৩।

ভারতের সংবিধানের ৭০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ২০১৯ সালের ২৬ নভেম্বর সংসদের সেন্ট্রাল হল-এ এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে উভয় কক্ষের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, অধ্যক্ষ এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী।

২০২৩-এর সেপ্টেম্বরে সংসদের নতুন ভবন জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। এই উপলক্ষে ২০২৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে একাধিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল। ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সংসদের

এরপর ৩ পাতায়

এই প্রথম হিন্দি ও ইংরেজি ছাড়াও কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীতে কনস্টেবল নিয়োগের পরীক্ষা নেওয়া হবে ১৩টি আঞ্চলিক ভাষায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অপোলেরহাট এবং চন্দনেশ্বর থানার ভারচুয়াল উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে চারটি থানা পরিদর্শন করেন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল।থানা উদ্বোধন ঘিরে ততপরতা তুঙ্গে। শনিবার রাতেই ভাঙড়ের চারটি থানাতে পৌঁছয় পুলিশের লাঠি, হেলমেট, ওয়াকি টকি-সহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। ভাঙড়ের জন্য নিযুক্ত ডেপুটি কমিশনার সৈকত ঘোষ নিজেই এই কাজ তত্ত্বাবধান করেন। সূত্রের খবর, নতুন বছরের শুরুতেই ফোর্সও ঢুকবে থানাগুলিতে। বোমা-গুলির বিরাম নেই। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে না হতেই কার্যত অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয় ভাঙড়ে। নির্বাচনের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের পরেও রোখা যায়নি প্রাণহানি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও ভোট 'হিংসা' নিয়ে বলতে গিয়ে ভাঙড়ের কথা উল্লেখ করেন। নাম না করে পরোক্ষে ভাঙড়ে অশান্তির দায় 'হাঙর' আইএসএফের উপর চাপান। পঞ্চায়েত ভোট মেটার পর অশান্ত ভাঙড়কে শান্ত করতে কলকাতা পুলিশের আওতায় আনার নির্দেশ দেন।

তড়িঘড়ি আইন পাশ করে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছিল। সূত্রের খবর, গত চারমাস ধরে টালবাহনার পর অবশেষে ভাঙড়ের চারটি থানা কলকাতা পুলিশের অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে। আগামী ২ জানুয়ারী ভাঙড় ও উত্তর কাশীপুর থানা ছাড়াও পোলেরহাট ও চন্দনেশ্বর থানার ভারচুয়ালি উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে রবিবার থানাগুলি পরিদর্শন করেন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল।

দিনে আল জাজিরার সাংবাদিক, রাতে জঙ্গি!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন যুদ্ধের মাঝে এবার বড়সড় তথ্য ফাঁস করল আই ডি এফ. আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার সাংবাদিক হামাসের শীর্ষ নেতা বলে দাবি করল ইজরায়েল সেনা। মহমদ ওয়াশাহ নামে আল জাজিরার ওই সাংবাদিকের ল্যাপটপ থেকে পাওয়া কিছু নথির ভিত্তিতে এই দাবি করেছেন আইডিএফের লেফটেন্যান্ট জেনারেল আভিচে আদ্রাই।সাংবাদিকতার আড়ালে জঙ্গি কার্যকলাপ নিয়ে ইজরায়েল এই অভিযোগ নতুন নয়। গত মাসে গাজার রাফায় ইজরায়েলের বিমান হামলায় আল জাজিরার দুই সাংবাদিকের মৃত্যু হয়। পরে ইজরায়েল দাবি করে, তাঁরা দুজনই প্যালেস্টাইনের জঙ্গিগোষ্ঠীর সদস্য। এবার মহমদ ওয়াশাহর ক্ষেত্রেও সেই একই অভিযোগ উঠল। আইডিএফের দাবি, দিনে আল জাজিরার হয়ে সাংবাদিকতা করেন ওয়াশাহ, আর রাতে তিনি হামলার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করেন। এনিয়ে আল জাজিরাকেও তোপ দেগেছে আইডিএফ। তাদের দাবি, আল জাজিরার মতো সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকদের কাজে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা কাম্য। তার বদলে তাঁরা হামাসের সামনের সারিতে কাজ করছে বলে অভিযোগ তুলছে ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্স।সাংবাদিকের আড়ালে ওয়াশাহ আসলে হামাসের সিনিয়র কমান্ডার বলে জানা যাচ্ছে।

মহমদ ওয়াশাহ নামে ওই প্যালেস্তিনীয় সাংবাদিক সম্প্রতি কয়েকমাস ধরে আল জাজিরার হয়ে সংবাদ সংগ্রহ করছেন। ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দুদেশের মধ্যে বিতর্কিত জায়গা গাজা ভূখণ্ডের উত্তরাংশে সম্প্রতি অভিযান চালায় ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্স। সেখান থেকে ওয়াশাহর ল্যাপটপ উদ্ধার হয়। সেইসঙ্গে আরও বেশ কিছু তথ্য। তা দেখেই আইডিএফের শীর্ষ নেতা আভিচে আদ্রাইয়ের দাবি, ওয়াশাহ হামাসের অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইল ইউনিটের সক্রিয় সদস্য। আকাশপথে হামলা চালানোর ছক কষতে দক্ষ। এনিয়ে তাঁর রীতিমতো গবেষণা রয়েছে। ইজরায়েল সেনার দাবি, প্রযুক্তির সাহায্যে ওয়াশাহর ল্যাপটপ থেকে তাঁর কাজের সমস্ত খুঁটিনাটি জানতে পেরেছেন তাঁদের বিশেষজ্ঞরা।

স্বামী পরমানন্দ গিরি মহারাজ,ত্রিবেণী কুম্ভস্নান মহাযজ্ঞে রুদ্রাভিষেক

শ্রীলঙ্কা ও মরিশাসে ইউপিআই

পরিষেবা সূচনা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি রনিল বিক্রমসিংঘে এবং মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবীন জগন্নাথ উপস্থিত থাকবেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শ্রীলঙ্কা ও মরিশাসে ইউপিআই পরিষেবা সূচনা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি রনিল বিক্রমসিংঘে এবং মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবীন জগন্নাথ উপস্থিত থাকবেন। ১২ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১টায় ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে শ্রীলঙ্কা ও মরিশাসে ইউপিআই পরিষেবা এবং মরিশাসে রূপে কার্ড পরিষেবার সূচনা হবে।

ভারত ফিনটেক উদ্ভাবন এবং ডিজিটাল জনপরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। প্রধানমন্ত্রী আমাদের উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের অভিজ্ঞতা সহযোগী দেশগুলির সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী। ভারতের বিশেষ ঐতিহ্য এবং মানুষে মানুষে সংযোগ বৃদ্ধি শ্রীলঙ্কা ও মরিশাসের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। এই ইউপিআই পরিষেবার সূচনা হল দেশগুলির সঙ্গে ডিজিটাল লেনদেন সহজ হবে, উপকৃত হবেন সাধারণ মানুষ।

এই পরিষেবা সূচনার ফলে শ্রীলঙ্কা ও মরিশাসে সফরকারী ভারতীয় নাগরিকরা ইউপিআই ব্যবহার করতে পারবেন, পাশাপাশি সে দেশের নাগরিকরাও ভারতে এলে এই পরিষেবার সুবিধা লাভ করবেন। মরিশাসে রূপে কার্ড পরিষেবা চালুর ফলে ভারত ও মরিশাস উভয় দেশই উপকৃত হবে।

১-ম পাতার পর

শ্রীসমীরেশ্বর উদ্‌ঘাটন সাংস্কৃতিক উৎসব

দাশগুপ্ত পরিবেশন করলেন 'কালী', আসামের সক্ষিত্র শিল্পী ঊষারাণী বৈশ্য পরিবেশন করলেন 'রাম'। মুম্বাইয়ের শমিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায় পরিবেশন করলেন ওডিশি নৃত্য। শ্রীলঙ্কা থেকে নৃত্যে ছিলেন তরঙ্গা দেশনায়কা। স্বপ্নকলা এবং শর্মিষ্ঠা, ঊষারাণী এবং তার ছাত্রীর যৌথ পরিবেশন ছিল অনবদ্য। এবছর সুধা দত্ত ডান্স অ্যাওয়ার্ড পেলেন ঊষারাণী বৈশ্য। ধ্রুপদী অনুষ্ঠানে এত জনসমাগম এখন খুবই বিরল। যা দেখা গেল এখানে।অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্লাব, সামাজিক সংগঠন এবং ব্যক্তিকেও উদ্‌ঘাটন সম্মান প্রদান করা হয়।

১-ম পাতার পর

১০০ দিনের কাজের বকেয়ার দাবি, সন্দেশখালির পথে আটকে পড়ল রাজ্যপালের কনভয়

মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিরাও।

১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনার টাকা, গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি-সহ একাধিক দাবিতে মিনাখাঁয় বাসন্তী হাইওয়ে অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রাজ্যপালের সামনেই এসব ঘটে। গ্রামবাসীদের অবরোধের মুখে পড়ে রাজ্যপালের কনভয়। বেশ কিছুক্ষণ আটকে ছিলেন তিনি। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে সেখান থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যায় রাজ্যপালের গাড়ি।

গত সপ্তাহ থেকেই শাহজাহান বিরোধী বিক্ষোভে উত্তপ্ত সন্দেশখালি। তাঁকে এবং তাঁর অনুগামী শিবপ্রসাদ হাজরা, উত্তম সর্দারদের গ্রেপ্তারির দাবিতে মহিলারা বিক্ষোভে শামিল। তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, জমি দখল, মহিলাদের উপর অত্যাচারের মতো একাধিক অভিযোগে তোলপাড় এলাকা। এরই মধ্যে উত্তম সর্দারকে সাসপেন্ড করেছে তৃণমূল । তাঁকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও বিক্ষোভ কমছে না।

১-ম পাতার পর

সরকারি চাকরিতে ৫ লক্ষ নিয়োগ হবে, তার মধ্যে ৬০ হাজার পুলিশে

দেখাতে শুরু করেছেন। এই ফাঁপা ঘোষণা কেউ বিশ্বাস করবে না।স্থায়ী ও অস্থায়ী দুই রকম পদের জন্যই দফতরওয়াড়ি তথ্য চাওয়া হয়। তার পর সোমবার আরামবাগে প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, রাজ্য সরকারি চাকরিতে প্রায় ৫ লক্ষ শূন্যপদ রয়েছে। সরকার ওই সব শূন্যপদ পূরণ করতে চায়। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই ৫ লক্ষের মধ্যে ১ লক্ষ শূন্যপদ রয়েছে শিক্ষকদের জন্য। এ ছাড়া পুলিশে নিয়োগ করা হবে ৬০ হাজার।

বাংলায় সরকারি চাকরিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া থমকে যাওয়ার জন্য এদিন বিরোধীদের দায়ী করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি 'আমি সরকারি চাকরিতে ৫ লক্ষ পদ তৈরি করতে চাইছে। শুধু বিজেপি আর সিপিএমকে বলুন না আটকাতে। ওদের কোনও মায়াদয়া নেই'। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'আদালতে যেতে কারও বাধা নেই। কিন্তু ওরা আদালতে যাচ্ছে আর মামলা করে চাকরি আটকে দিচ্ছে। তার পর বলছে, কেমন আটকে দিলাম। অথচ ১ লক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে সরকারকে। পুলিশে ৬০ হাজার নিয়োগ করা হবে। সব মিলিয়ে সরকারি চাকরিতে ৫ লক্ষ নিয়োগ হবে'।

বাংলায় প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক স্তরে প্রচুর শিক্ষক নিয়োগের যে সুযোগ রয়েছে তা বাস্তব। কিন্তু প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগ প্রক্রিয়া অনিয়মের অভিযোগে অন্তত এক ডজন মামলা রয়েছে। সেই সব মামলার নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণেই নিয়োগ আটকে রয়েছে। তবে গত সপ্তাহে আদালতের নির্দেশের পর প্রায় ৯ হাজার শিক্ষক নিয়োগের জট ছেড়েছে। রাজ্য পুলিশে ১২ হাজার কনস্টেবল নিয়োগের ব্যাপারে মন্ত্রিসভা নীতিগত সম্মতি দিয়ে রেখেছে। তা ছাড়া সম্প্রতি রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে স্থির হয়েছে যে পঞ্চায়েত স্তরে প্রায় ৬ হাজার শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে। সেই সঙ্গে রাজ্যের ফায়ার সার্ভিসেও প্রচুর নিয়োগ হবে।

২ পাতার পর

রাজ্য বিধানসভায় সাসপেন্ড শুভেন্দু সহ বিজেপির ৬ বিধায়ক

ক্ষোভ তাঁদের সবাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে।এদিন বিজেপির বিধায়কেরা সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীন সময়ে হট্টোগোল জুড়ে দেন। এদিন বিজেপির বিধায়কেরা সবাই অধিবেশন কক্ষে আসেন 'সন্দেশখালি সঙ্গে আছি' লেখা টিশার্ট গায়ে। সেই টি-শার্ট নিয়েই আপত্তি তোলেন অধ্যক্ষ। এর পরেই বিক্ষোভ শুরু করেন পদ্ম বিধায়কেরা। স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি হুইসেল বাজাতে শুরু করেন তাঁরা। সেই সঙ্গে কাগজ ছিঁড়ে নিজেদের আসন ছেড়ে ওয়ালে নেমে এসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। তারপর তাঁরা অধিবেশন কক্ষ থেকে ওয়াকআউট করেন। এরপরেই শুভেন্দু সহ বিজেপির ৬ বিধায়ককে চলতি অধিবেশনের জন্য সাসপেন্ড করেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ।

২ পাতার পর

সংসদের অন্তর্বর্তী বাজেট অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি সংসদের উভয় কক্ষে মোট ১২টি বিল পাস

পুরনো ভবনে একটি বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে 'সংবিধান সভা থেকে শুরু করে সংসদের ৭৫ বছরের যাত্রা - সাফল্য, অভিজ্ঞতা, স্মৃতি এবং শিক্ষা'র ওপর উভয় কক্ষে আলোচনা হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সেন্ট্রাল হল-এ ভাষণ দেন। এরপর নতুন সংসদ ভবনে অধিবেশন শুরু হয় এবং সেন্ট্রাল হল সহ পুরনো সংসদ ভবনকে 'সংবিধান সদন' হিসেবে নামকরণ করা হয়। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে সংসদের বিশেষ অধিবেশনে ঐতিহাসিক নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম প্রণয়ন করা হয়, যার মাধ্যমে লোকসভা, সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করা হয়। লোকসভায় এই বিলের পক্ষে ভোট দেন ৪৫৪ জন সদস্য এবং দু'জন বিরুদ্ধে ভোট দেন। রাজ্যসভায় বিলটি সর্বসম্মতিতে পাস হয়ে যায়। বর্তমান সরকার রেকর্ড সংখ্যক পুরনো আইন বাতিল করেছে। সব মিলিয়ে ২০১৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ১,৫৬২টি পুরনো, অকেজো আইন বাতিল করা হয়েছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০৪৩ সংখ্যা ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ মঙ্গলবার ২৯ মাঘ, ১৪৩০

হিংসার রাজনীতিক গ্রাম গঞ্জে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

বোম আর বন্দুক দিয়ে গ্রামের রাজনীতির সূত্রপাত,রাতের অন্ধকারে বন্দুক রাজনীতি করে গ্রামের রাজনীতি নেতারা। তাই বোম বাঁধতে গিয়ে , এই রাজ্য প্রায় প্রাণ জায়।উদহারন বেশ কিছু জলে, বাসন্তী তিতিকুমার উদহারন,তবে আজকের দিনে আমরা অনেকেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আছি কিন্তু রাজনীতির সংজ্ঞা ও নীতি ও রাজনীতির টা কি সেটা অনেকেই সঠিকভাবে জ্ঞান উপলব্ধি করিনি। সব কিছুতেই যেন রাজনীতি ঢুকে গেছে,সমাজের বড় বড় মাথা নাই নোংরা রাজনীতিতে ব্যস্ত, বাংলায় ভোট-পরবর্তী হিংসার জন্য তৃণমূলকে দায়ী করছে বিরোধী দল নেতারা। আচ্ছা গ্রামবাংলার প্রতিটি বিজেপি নেতারা ভোটের আগে বোম অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করেছিল, ক্ষমতায় যদি একবার বিজেপি আসতো তাহলে এসব অস্ত্র ওপেন ব্যবহার করতে বিজেপিরা। এখন বিজেপি বলতেই পারে আমাদের ঘরে অস্ত্রশস্ত্র আছে প্রমাণ কি ? আরে মশাই রবিবার সন্ধ্যা বেলায় বিজেপির বাড়িতে বোম বিস্ফোরণ ঘটল মজুদ বোমার জন্য। এটা কি অস্বীকার করতে পারবেন বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা। তবে প্রত্যন্ত গ্রামে ভোটের সময়ে বিজেপি কার্য কর্তারা যে ভাব ভঙ্গিমা ওপেন অস্ত্রশস্ত্র মানুষের সামনে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো, তার জন্য গ্রামের মানুষ এদেরকে ভালো চোখে দেখিনি। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রমাণ অনুযায়ী ভোট পরবর্তী হিংসার জন্য একমাত্র বিজেপির কার্যকর্তা দায়ী। যেখানে একটু বিজেপির প্রভাব ছিল সেইসব এরিয়ায় ভোটের আগে ইচ্ছাকৃত ঝামেলা পাকিয়েছে ,এমনই বহু উদাহরণ আছে বাংলাতে! তবে ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা এটাই যে প্রথম ঘটেছে, এমনটা তো নয়। তাহলে এবার ফেরা যাক পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে। অতীতে কখনও এমন কোন নির্বাচন দেখা যায়নি যেখানে ভোটের শেষে হিংসা হয়নি, যখন সিপিএম এর সাথে লড়াই -এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার অসফল হয়েছেন তখন ঠিক এভাবেই নির্বাচনের পরে পশ্চিমবঙ্গে হিংসা হয়েছে। তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই রাজনৈতিক হিংসাকে জাতীয় ইস্যুতে পরিণত করতেন। গৌরী নস্কর (Gauri Naskar) নামটি ইতিহাস আজও মনে রেখেছে, ৩৭ বছর বয়সী গৃহবধূ, ২০০৮ সালের ১ মে বাসন্তীতে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকারের তৎকালীন সেচমন্ত্রী সুভাষ নস্করের পুত্রবধূ গৌরী। আরএসপি সদস্য সুভাস নস্কর ১৯৮২, ১৯৮৭, ১৯৯১, ১৯৯৯, ২০০১, ২০০০ এবং ২০১১ সালে বাসন্তী বিধানসভা আসনে জয় লাভ করেছিলেন। তবে, সিপিআইএমের (CPIM) পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর বাড়িতেও হামলা করেছিল। গৌরী নস্করের মৃত্যু কেবলমাত্র প্রমাণ করেছিল যে সিপিআইএম কীভাবে গ্রামীণ বাংলাকে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের সাথে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। এমনকি কর্মীদেরও রেহাই দেওয়া হয়নি। এটি বিদ্রূপজনক তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে বামফ্রন্টের অংশীদার আরএসপি পরে কেরালায় বাম জোট ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ-এ যোগ দিয়েছিলেন। এদিকে ইয়াসের ক্ষয়ক্ষতি পর্যালোচনার জন্য কলাইকুন্ডা বিমানঘাঁটিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তিনি বৈঠক করবেন। বৃহস্পতিবার নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলনে তা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু রাত বাড়তেই বাড়ে জটিলতা। জানা যায় বৈঠকে আমন্ত্রণ পেয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। আর শুভেন্দুর এই উপস্থিতি মমতার আপত্তির কারণ হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত সত্যিই পর্যালোচনা বৈঠক এড়িয়ে যান মমতা। তবে কলাইকুন্ডার বিমান ঘাঁটিতে ১৫ মিনিটের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট তুলে দেন মমতা। মমতার এই আচরণ নিয়েই এবার তীব্র কটাক্ষ হানলেন শুভেন্দু অধিকারী। এনিয়ে টুইটও করেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। তবে যে কোনও ধরনের হিংসাই কঠোরভাবে নিন্দে করতে হবে। এ এক নিন্দনীয় বিষয়, যে ক'জন বিজেপি-র কর্মী মারা গেছেন আর ক'জন তৃণমূলের কর্মী মারা গেছেন অথবা কোথায় কোথায় সিপিএম কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে, কোথায় কংগ্রেস কর্মী নিখোঁজ। আমরা কেন বলিনা যে সাধারণ মানুষ এই সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে, আমরা কেন বারংবার এই প্রশ্ন তুলি যে কোন দলের কর্মী ছিল? আমরাই কি নিজেরা অসংবেদনশীল হয়ে পড়ছি না? নিজেরা গণতন্ত্রের মতাধিকার প্রয়োগ করে যে সরকার নির্বাচিত করেছি তাহলে কেন এই সন্ত্রাস, কেন এই হিংসা? কেন বারবার পশ্চিমবঙ্গের মতো এক সংস্কৃতিসম্পন্ন রাজ্যকে ভোটের শেষে স্বজনহারা আর্তনাদের সাক্ষী থাকতে হয়? কেনই বা স্বজনহারাদের বাড়িতে মিডিয়াকর্মীদের ভিড় এবং নেতাদের বাক্য বিনিময়, আরোপু দোষারোপের পালা পর্ব চলতে থাকে? এমনটাও তো একেবারেই কাম্য নয় যে তৃণমূলের নেতারা বিজেপির নিহত ব্যক্তিদের জন্য শোক প্রকাশ করবেন না, বা বিজেপি নেতারা তৃণমূলের নিহত ব্যক্তিদের জন্য শোক প্রকাশ করবেন না। আমরা যে কোনও ধরনেরই এই রাজনৈতিক হিংসাকে নিন্দনীয় বলব এবং বারবার রাজনৈতিক কর্মীর হত্যার বিরোধিতা করব।তবে বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে।গ্রাম্য রাজনীতির হিংসাত্মক মনোভাব, কেউ ভয়ে রাজনৈতিক নেতাদের পেছনে ঘুরে বেড়ায়। কেউ স্বার্থের জন্য আর কেউ মানুষের ক্ষতি করার জন্য। সারা ভারতবর্ষে তথা বিশ্ব গ্রাম্য রাজনীতির নেতাদের রাজনীতির রং নেই, তেমনি নেতা সর্বোচ্চ গ্রামে বিরাজমান।এই লেখার রাজনীতির গবেষণার বাস্তব ইতিহাসের কথা আমি আমার কলম তুলে ধরছি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে।

আমাদের রাজনীতি করার কারণটা কী ছিল? আমি যে রাজনীতিতে পুরোপুরিভাবে সচেতন হওয়া টা কী অন্যায়। যতটুকু পেরেছি সক্রিয়ভাবে যোগ দিইনি তার কারণ তো একটা ছিল। কারণটা হচ্ছে, রাজনীতি ছাড়া কোনো মানুষ হয় না। যেমনি ঠিক কথা, তেমনি এই কথাটি ভুল ব্যাখ্যাও রয়েছে । জন্তু-জানোয়ার থাকতে পারে যাদের কোনো রাজনীতি নেই, কিন্তু রাজনীতি ছাড়া মানুষ হয় না। কিন্তু আজও অনেক মানুষ আছে রাজনীতি বিশ্বাস করে না ,মানবতা উদ্যোগে কাজ করে। রাজনীতি করে তুমি যদি মনে কর দেশটাকে লুট করবে, দেশের জনগণের ওপর ক্ষমতার অপব্যবহার করবে, দেশটাকে শাসন করবে এবং সেই কারণে যত রকম পন্থা আছে, সবই তুমি অবলম্বন করবে; মানুষ বর্তমান সেই রাজনীতির জন্য তো আমি রাজনীতি করিনি। আর ভবিষ্যতে কোনদিন রাজনীতির সাথে যুক্ত হবো না।রাজনীতি মানুষকে খুন করতে পারে, যে রাজনীতি বাবা ছেলের মধ্যে ভাগ করে দিতে পারে।যে রাজনীতি অসহায় মানুষকে আরো অসহায় করে দিতে পারে, রাজনীতি প্রকৃত সত্যবাদীদের মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারে।যে রাজনীতি যোগ্য মানুষের অভাব আছে,যে ইতিতে রাজনীতিতে অযোগ্য মানুষেরা টাকা কামানোর জন্য আসে ,সেই রাজনীতিকে আমার মত অনেক ব্যক্তিত্বরা ঘৃণা করে।তবেই দেশের রাজনীতি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে না পৌছার পেছনে আপনাদের মতো যারা বুদ্ধিজীবী আছেন, তাদের ব্যর্থতাও ছিল?আজ আমার এই লেখার মধ্যে যষ আমি যা বলেছি, তাতে তো সবই স্পষ্ট। আমাকে কি নাম করে করে বলতে হবে? ব্যর্থতা যদি বল, তবে বুদ্ধিজীবীদের কথা বলবে না কেন? রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা নয় কেন? শিক্ষক সমাজের নয় কেন? শিল্পী-কবি-সাহিত্যিকদের নয় কেন? আমি আমার দায়কে অস্বীকার করব কেন? এই ব্যর্থতা সবার।আজকের দিনে বই পড়ে আলোকিত মানুষ হওয়ার কথা বলা হয়। আসলেই কি বই পড়ে আলোকিত মানুষ হওয়া যায়? যে কৃষক জীবনে কোনো বই পড়েনি, অথচ সে বারো

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে

মুখ খুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালি নিয়ে তুমুল শোরগোল বাংলায়। লাগাতার তিনদিন ধরে চলতে থাকা বিক্ষোভের ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যে নবান্নের থেকে রিপোর্ট চেয়েছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। আর সোমবার সকালেই সন্দেশখালির পরিস্থিতি সরজমিনে খতিয়ে দেখতে সফর কাটছাঁট করে কলকাতায় ফিরেছেন রাজ্যপাল। এই পরিস্থিতিতে সন্দেশখালি নিয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।প্রসঙ্গত, সন্দেশখালিতে সেন্ট্রাল ফোর্স মোতায়েনের দাবি তুলেছিলেন বিরোধী দলনেতা। রাজভবনে তরফে যে বিবৃতি জারি করা হয়, সেখানে দাবি করা হয় রাজ্যপাল সিআরপিএফের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তবে কী কারণে বৈঠক করেছেন, তা অবশ্য স্পষ্ট করা হয়নি রাজভবনের তরফে। যা নিয়েও শুরু হয়েছে জল্পনা। এর পাশাপাশি চিফ ভিজিলেন্স কমিশনারের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন রাজ্যপাল। এবার সেই প্রসঙ্গেই মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।হুগলির আরামবাগে সরকারি পরিষেবা প্রদান কর্মসূচিতে যাওয়ার আগে হাওড়ার ডুমুরজলা হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার এ নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ করছে। রাজ্য মহিলা কমিশনকেও সেখানে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্তদের গ্রেফতারও করেছে পুলিশ। এখানেই শেষ নয়, মমতা বলেন, "যে যেখানে খুশি যেতেই পারেন। আমিও রাজ্য মহিলা কমিশনকে পাঠিয়েছিলাম। তারা রিপোর্ট দিয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ রয়েছে, তাদের গ্রেফতার করেছে পুলিশ।"প্রসঙ্গত, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী গত শনিবারই রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালকে সন্দেশখালি যাওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। যদিও সেই সময় তিনি কলকাতা ছিলেন না। রাজ্যপাল সন্দেশখালি না গেলে ধরনায় বসার কথাও শোনা গিয়েছিল বিরোধী দলনেতার মুখে। তাই বিরোধী দলনেতার দাবির পরে রাজ্যপালের সন্দেশখালি সফল নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এরই মধ্যে বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে সন্দেশখালি যাওয়ার চেষ্টা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। কিন্তু তাঁদের বাস বিধানসভার বাইরেই আটকে দেয় পুলিশ।

সম্পাদকীয়

রোজগার মেলায় সরকারি দপ্তর এবং সংস্থায় ১ লক্ষের বেশি নব-নিযুক্তদের নিয়োগপত্র বিতরণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে নব-নিযুক্তদের ১ লক্ষের বেশি নিয়োগপত্র বিতরণ করেছেন। তিনি নতুন দিল্লিতে ৎকর্মযোগী ভবন্থ সুসংহত কমপ্লেক্সের প্রথম পর্যায়ের শিলান্যাসও করেছেন। এই প্রাঙ্গণ মিশন কর্মযোগীর বিভিন্ন স্তম্ভের মধ্যে সহযোগিতার এবং বোঝাপড়ার প্রসার ঘটাবে। সমাবেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১ লক্ষের বেশি নিযুক্তদের নিয়োগপত্র দেওয়া হল এবং এই উপলক্ষে তাঁদের ও তাঁদের পরিবারকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ভারত সরকারে যুব সম্প্রদায়কে চাকরির সুবিধা দিতে অভিযান পুরোদমে চলছে। চাকরির জন্য বিজ্ঞপ্তি এবং নিয়োগপত্র দেওয়ার মধ্যে দীর্ঘসূত্রতায় উৎকোচ বৃদ্ধির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার গোটা প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ করে তুলেছে, পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণও করছে। তিনি বলেন, এতে প্রত্যেক যুবা তার সক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য সমান সুযোগ পাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'বর্তমানে প্রত্যেক যুবা বিশ্বাস করে তাঁরা কঠোর পরিশ্রম এবং দক্ষতা দিয়ে চাকরি ক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থান দৃঢ় করতে পারবে।' দেশের উন্নয়নে প্রত্যেক যুবাকে অংশীদার করে তুলতে সরকারি প্রয়াসের ওপর আলোকপাত করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, গত ১০ বছরে বর্তমান সরকার পূর্বেকার সরকারগুলির তুলনায় যুবাদের ১.৫ গুণ বেশি চাকরি দিয়েছে। নতুন দিল্লিতে 'কর্মযোগী ভবন'-এর সুসংহত কমপ্লেক্সের প্রথম পর্যায়ের শিলান্যাসের বিষয়টি ছুঁয়ে গিয়ে তিনি বলেন, এতে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সরকারি উদ্যোগ আরও জোরদার হবে।

সরকারি প্রয়াসের ফলে নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি এবং কর্মসংস্থান ও স্বনিযুক্তির জন্য সুযোগ সৃষ্টির কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাজেটে প্রায় ১ কোটি ছাদের ওপর সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদরনে যন্ত্র বসানোর কথা ঘোষণা করা হয়েছে যাতে পরিবারের বিদ্যুৎ বিল কমবে এবং তাঁরা গ্রীডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হবেন। তিনি বলেন, এই কর্মসূচি কয়েক লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করবে।

১.২৫ লক্ষ স্টার্টআপ নিয়ে ভারত বিশ্বে স্টার্টআপ ক্ষেত্রে তৃতীয় বৃহত্তম দেশ, এর উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এইসব স্টার্টআপগুলির বেশিরভাগ দ্বিতীয় শ্রেণী এবং তৃতীয় শ্রেণীর শহরের। এই স্টার্টআপগুলি নতুন নতুন কাজের সৃষ্টি করছে দেখে সাম্প্রতিক বাজেটে স্টার্টআপগুলির জন্য কর ছাড় চালিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এও বলেন, গবেষণা এবং উদ্ভাবনের প্রসারে বাজেটে ১ লক্ষ কোটি টাকার তহবিল গড়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

এদিনের রোজগার মেলার মাধ্যমে রেলওয়েতেও নিয়োগ হচ্ছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাধারণ মানুষ ভ্রমণের সময় রেলকেই প্রথম পছন্দ হিসেবে বেছে নিয়ে থাকেন। ভারতে রেল এক বিশাল রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রহসর হচ্ছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামী দশকে এই ক্ষেত্রের ভোল সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে। তিনি বলেন, ২০১৪-র আগে রেলওয়ের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হতো না। বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ, ডবল লাইন করার পাশাপাশি নতুন ট্রেনের উদ্বোধন এবং যাত্রী সুবিধা বৃদ্ধির কথা বলেন তিনি। কিন্তু ২০১৪র পর প্রধানমন্ত্রী জানান, রেলের আধুনিকীকরণ এবং উন্নীতকরণেও নজর দিয়ে ট্রেনের মাধ্যমে গোটা সফরের অভিজ্ঞতাকে নতুন করে তুলতে অভিযান শুরু হয়েছে। তিনি জানান, বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মতো ৪০,০০০ আধুনিক কামরা তৈরি করা হবে এবং এ বছরের বাজেটে তা সাধারণ ট্রেনে যুক্ত করা হবে। ফলে যাত্রী সাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাবে।

যোগাযোগের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে নতুন নতুন বাজার, পর্যটনের প্রসার, নতুন নতুন বাণিজ্য এবং কয়েক লক্ষ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'পরিকাঠামোয় লগ্নি বৃদ্ধি করা হচ্ছে উন্নয়নকে ত্বরাণ্বিত করতে।' প্রধানমন্ত্রী জানান, সাম্প্রতিক বাজেটে পরিকাঠামো লগ্নির জন্য ১১ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তিনি বলেন, নতুন রেলপথ, সড়ক, বিমান বন্দর এবং জলপথ প্রকল্প নতুন কর্মসংস্থানের সুবিধা সৃষ্টি করবে।

নতুন নিযুক্তির বেশিরভাগই আধা-সামরিক বাহিনীতে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আধা-সামরিক বাহিনীর জন্য বাছাই প্রক্রিয়ায় সংস্কার নিয়ে বলেন এবং জানান যে, এবারের জানুয়ারি মাসের পরীক্ষা হিন্দি এবং ইংরাজি ছাড়াও ১৩টি ভারতীয় ভাষায় আয়োজিত হবে। এতে লক্ষ লক্ষ প্রার্থী প্রত্যেকে সমান সুবিধা পাবে। তিনি আরও জানান, সীমান্ত ও চরমপন্থা প্রভাবিত জেলাগুলিতে কোটার বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বিকশিত ভারতের পথে যাত্রায় সরকারি কর্মীদের ভূমিকার ওপর আলোকপাত করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, '১ লক্ষের বেশি কর্মযোগী যাঁরা আজ কাজে যোগ দিচ্ছেন তাঁরা ওই যাত্রাপথে নতুন প্রাণশক্তি এবং গতি যোগাবেন।' তিনি প্রত্যেককে দেশ গঠনে তাদের প্রত্যেকটি দিন নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি তাদের কর্মযোগী ভারত পোর্টাল সম্পর্কে বলেন, যেখানে ৮০০র বেশি পাঠক্রম আছে, যার ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩০ লক্ষ, চাকুরীপ্রাপ্তদের এর পূর্ণ সুযোগ নেওয়ার পরামর্শ দেন।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এক হাজার বছর ধরে তাঁরা সেই লিঙ্গের উৎস খুঁজে ফিরলেন, কিন্তু পেলেন না। তখন তাঁরা যেখানে ছিলেন সেখানে ফিরে এসে প্রার্থনা শুরু করলেন। একশো বছর প্রার্থনার পর একটি ওঁ-কার ধ্বনি তাঁদের শ্রুতিগোচর হল এবং এক পঞ্চানন দশভুজ দেবতার আবির্ভাব ঘটল তাঁদের সম্মুখে। ইনিই মহাদেব শিব।বিষ্ণু বললেন, 'ব্রক্ষা আর আমি যুদ্ধ করে ভালোই করেছি। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

'পদ্মশ্রী পুরস্কার' বন্যাকে সংগীত ঐক্যর শুভেচ্ছা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সংগীতে অবদানের জন্য ২০১৬ সালে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার স্বাধীনতা পুরস্কার পান দুই বাংলার খ্যাতিমান রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। এবার একই কারণে ভারতের চতুর্থ সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'পদ্মশ্রী' পদকে ভূষিত হলেন গুণী এ শিল্পী। এমন অর্জনে 'সংগীত ঐক্য বাংলাদেশ'র পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয় শিল্পীকে। যিনি নিজেও এই সংগঠনের সভাপতি।

৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার বাসায় গিয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দুই মহাসচিব গীতিকবি শহীদ মাহমুদ জঙ্গী ও সংগীতশিল্পী নকীব খান। এসময় তাদের সঙ্গে আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির প্রচার ও প্রকাশনা সচিব জাতীয় চলচিচত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত গীতিকবি জুলফিকার রাসেল।

ফুলেল শুভেচ্ছা শেষে তারা পারস্পরিক খোঁজ-খবর নেন। আলাপ করেন দেশীয় সংগীতের উন্নয়ন ও বিকাশে আগামীর কর্ম-পরিকল্পনা নিয়ে। তথ্যগুলো জানান, ঐক্যের অন্যতম মহাসচিব ও 'গীতিকবি সংঘ বাংলাদেশ'র সভাপতি শহীদ মাহমুদ জঙ্গী।

বাংলাদেশের গীতিকবি, সুরস্রষ্টা, মিউজিশিয়ান ও কণ্ঠশিল্পীদের প্রাপ্য সম্মান ও সম্মানী উন্নয়নের লক্ষ্যে সংগীতের চার সংগঠন গীতিকবি সংঘ বাংলাদেশ, মিউজিক কম্পোজার্স সোসাইটি বাংলাদেশ, সিংগার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ মিউজিশিয়ান ফাউন্ডেশনের সম্মিলিত মঞ্চ 'সংগীত ঐক্য বাংলাদেশ'। সংগীতের সব পক্ষের মাঝে যোগসূত্র তৈরি ও যৌথভাবে প্রণীত উন্নয়ন প্রস্তাবগুলো নিয়ে সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও কপিরাইট দপ্তরের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করছে এ সংগঠন।

সংগীত ঐক্য বাংলাদেশ মনে করে, ৫০ বছর ধরে গীতিকবি, সুরস্রষ্টা ও কণ্ঠশিল্পীরা নানা অনিয়ম, অবহেলা আর প্রাপ্য সম্মান ও সম্মানী থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছেন। এ পরিস্থিতি উত্তরণের লক্ষ্যে গত বছর অর্থাৎ ২০২১ সালের ১০ জুলাই বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো গীতিকবি, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পীরা এক ছাতার নিচে আসেন। গঠিত হয় 'সংগীত ঐক্য বাংলাদেশ'।

এর আগে ২০২১ সালে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক সন্‌জীদা খাতুন এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) সাজ্জাদ আলী জহির বীর প্রতীককে পদ্মশ্রী পদকে ভূষিত করেছিল ভারত সরকার। তার আগে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ও কূটনীতিবিদ সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী ওপদ্মভূষণ্ত্ব সম্মাননা পেয়েছিলেন। আর পদ্মশ্রী সম্মাননা পেয়েছিলেন প্রত্নতত্ত্ববিদ এনামুল হক ও সমাজকর্মী ঝর্ণাধারা চৌধুরী।

মেয়ের সিনেমাতেও প্রতি মিনিটে রজনীকান্তের পারিশ্রমিক ১ কোটি!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বয়স ৭৩ বছর। কিন্তু সিনেমায় তার চালচলন যেনো ২৫ বছরের নায়কদেরও হার মানায়। যেকোনো ইয়াং সুপারস্টারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এখনো তিনি এগিয়ে থাকছেন তিনি রজনীকান্ত। দক্ষিণী সিনেমার শক্তিমান সুপারস্টার । গত বছর তার অভিনীত 'জেলার' চলচ্চিত্র দিয়ে পেয়েছেন তুমুল সাফল্য। বছরের শীর্ষ আয় করা সিনেমার তালিকায় জায়গা করে নেয় তার ওই ছবি। এ বছরও চমকে দেওয়ার অপেক্ষায় তিনি। বছর শুরুতেই নিজের মেয়ের পরিচালনায় পর্দায় আসছেন এই সুপারস্টার। তার অভিনীত 'লাল সালাম' এই শুক্রবার মুক্তি পাবে। মেয়ে ঐশ্বরিয়ার পরিচালনায় 'লাল সালাম' নিয়ে ইতোমধ্যেই আলোচনায় রয়েছেন রজনীকান্ত। তবে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় রয়েছেন তাঁর পারিশ্রমিক নিয়ে। শোনা যাচ্ছে, সিনেমাটির জন্য বিপুল পরিমাণে পারিশ্রমিক নিয়েছেন অভিনেতা।

ভারতীয় বিনোদন মাধ্যম কইমই ডটকম অনুসারে, লাল সালামে রজনীকে তাঁর বর্ধিত ক্যামিওর জন্য মোটা অঙ্কের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। ট্র্যাক টলিউডের প্রতিবেদন অনুসারে, সিনেমাটিতে অভিনেতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যামিও রয়েছে এবং তাঁর স্ক্রিন টাইম ৩০ থেকে ৪০ মিনিট। আর এ জন্য তিনি ৪০ কোটি রুপি চার্জ করেছেন।

অর্থাৎ প্রতি মিনিটে ১ কোটি রুপি নিয়েছেন অভিনেতা যা একটি নতুন রেকর্ড। দীর্ঘ ৯ বছর পর পরিচালনায় ফিরেছেন ঐশ্বরিয়া রজনীকান্ত। তাই মেয়ের সিনেমায় বিশেষ ক্যামিওর প্রস্তাব ফেরাতে পারেননি রজনীকান্ত। আর রজনীকে ঘিরেই সিনেমাটি এখন তুমুল হাইপ তৈরি করেছে। লাল সালামে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিষ্ণু বিশাল এবং বিক্রান্ত এবং সংগীত পরিচালনা করেছেন এ আর রহমান।

শুটিংয়ে দুর্ঘটনার শিকার ভিকি কৌশল

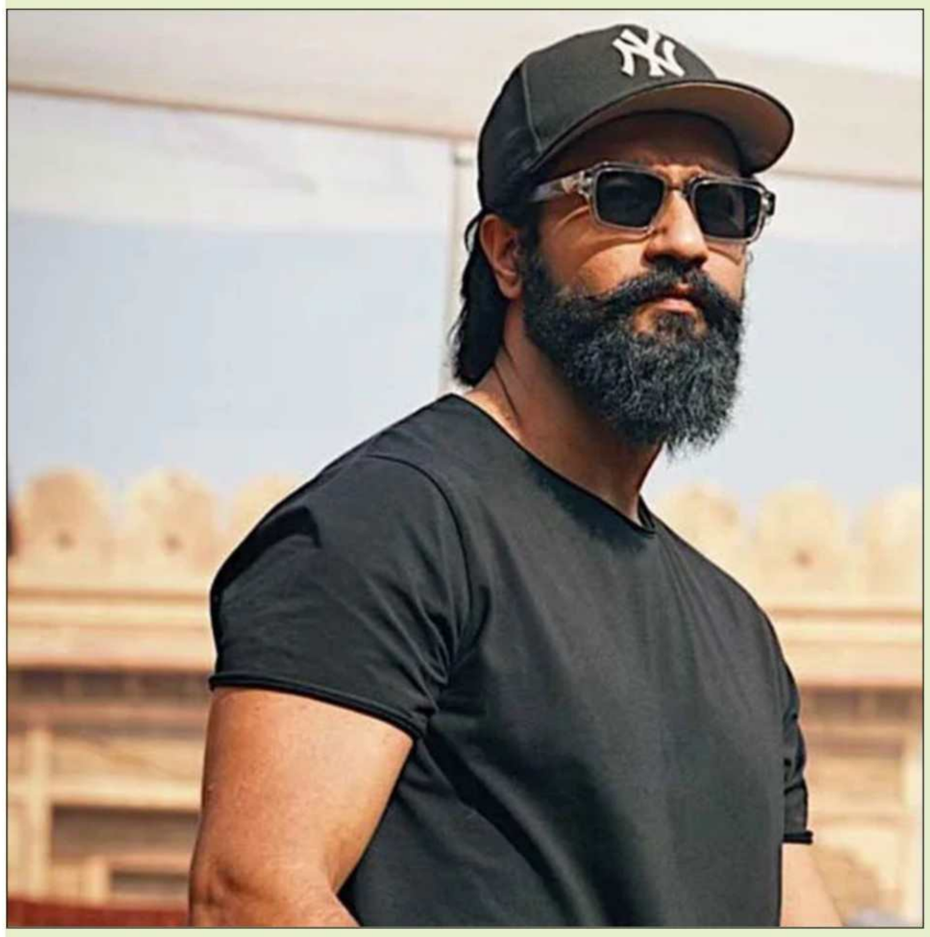

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : শুটিংয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন বলিউড অভিনেতা ভিকি কৌশল। বাঁ হাতে আঘাত পেয়েছেন তিনি। অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং করতে গিয়েই নাকি আহত হয়েছেন এই বলিউড তারকা।

ভারতীয় গণমাধ্যম হতে জানা গেছে, ভিকির নতুন সিনেমা ওছন্বর শুটিং চলছিল। আর সেখানেই অ্যাকশন দৃশ্যে অভিনয় করার সময় আহত হয়েছেন তিনি। ইতোমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে ভিকির।

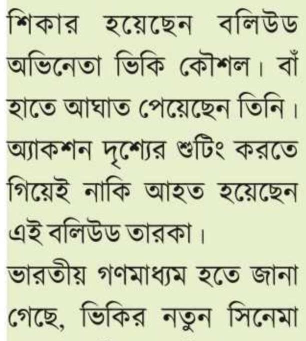

ওই ভিডিওতে দেখা যায়, বাঁ হাতে প্লাস্টার বাঁধা অবস্থায় গাড়ি থেকে নামছেন ভিকি। ফটোগ্রাফারদের দিকে একবার ডান হাত তুলে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন এই অভিনেতা।

এদিকে ভিকির এমন ভিডিও দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন তার ভক্তরা। প্রিয় তারকার আঘাত পাওয়ার বিষয়টি যেন তারা মেনেই নিতে পারছে না। তবে একটি সূত্র জানায়, ভিকির এই আঘাত তেমন গুরুতর নয়। আপাতত কয়েক দিনের জন্য শুটিং থেকে বিরতি নিয়েছেন তিনি। কিছু দিনের মধ্যে সুস্থ হয়েই আবার শুটিংয়ে ফিরবেন এই অভিনেতা।

ভিকি অভিনীত 'ছবা' সিনেমাটি নির্মাণ করছেন পরিচালক লক্ষণ উতরেকর। সিনেমায় অভিনেতার সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন করছেন রাশমিকা মান্দানা। এছাড়া এতে আরও গুরুত্বপূর্ণ দু'টি চরিত্রে রয়েছেন আশুতোষ রানা এবং অক্ষয় খান্না।

ইয়ামি জানালেন, তিনি মা হচ্ছেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পেতে যাচ্ছে বলিউড অভিনেতা ইয়ামি গৌতম অভিনীত নতুন সিনেমা 'আর্টিকেল ৩৭০'। বর্তমানে এই সিনেমার প্রচারণা নিয়েই ব্যস্ততা তার। এর মধ্যেই এল নতুন সুখবর। এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, শিগগিরই সন্তানের মা হচ্ছেন তিনি। খুব দ্রুতই সন্তানকে স্বাগত জানাবেন ইয়ামি-আদিত্য দম্পতি। ইয়ামি এখন সাড়ে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। সম্প্রতি মুম্বাইয়ে ক্যামেরাবন্দী হন তারকা দম্পতি। নায়িকার পরনে ছিল গোলাপি রঙের ঢিলেঢালা সালোয়ার। তবে ক্যামেরা দেখেই ওড়না দিয়েও নিজেকে আড়ালের চেষ্টা করেন অভিনেত্রী। যদিও পরে স্বামীর সঙ্গে হাসিমুখেই পোজ দেন তিনি। তাঁর এই ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পরই শুরু হয় তাঁর মা হওয়ার গুঞ্জন। নেটিজেনরা বলছেন, ওড়না দিয়ে নিজের বেবি বাম্পই লুকিয়েছেন অভিনেত্রী! প্রকাশ্যে এল ইয়ামির আসন্ন ছবি 'আর্টিকেল ৩৭০'-এর ট্রেলার।

এ অনুষ্ঠানে স্বামীর হাত ধরেই হাজির নায়িকা। এই ছবির প্রযোজক আদিত্য ধর। সাদা ঢিলে গাউনের ওপর ক্রিমরঙা হাঁটু ঝুলের কোটে সাজলেন হবু মা। আদিত্য জানান, 'এই ছবিটা আমাদের পারিবারিক। আমার ভাই রয়েছে, আমার বউ রয়েছে আর শোনেন্তনতুন খবর। বেবি আসছে। দারুণ সময়। যেভাবে ছবিটা ঘটল, আর আমরা জানতে পারলাম সন্তানের কথা'। ইয়ামি বলেন, 'এই ছবির শুটিংটা আমার কাছে মানসিকভাবে খুব কঠিন ছিল। এটা নিয়ে একটা থিসিস লিখতে পারি। আর যদি মাতৃত্ব নিয়ে জানতে চান, এটুকুই বলব, জানি না আদিত্য আমার পাশে না থাকলে কী হতো!'

ব্যক্তিগত জীবন খুব একটা প্রকাশ্যে আনতে চান না ইয়ামি। তাই ২০২১ সালের জুনে হিমাচলে নিজের বাড়িতে ব্যক্তিগতভাবেই আদিত্য ধরের সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়েন তাঁরা। এর আগে দুই বছর প্রেম করেছেন অভিনেত্রী-পরিচালক জুটি। দুজনের প্রথম আলাপ আর প্রেম 'উরি: দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' সিনেমার সেটে।

২০১২ সালে আয়ুষ্মান খুরানার সঙ্গে 'ভিকি ডোনার' সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক হয় ইয়ামি গৌতমের। তারপর হিন্দির পাশাপাশি তামিল, তেলেগু সিনেমাতেও অভিনয়ের জাদু দেখিয়েছেন এই বলিউড তারকা।

জন্মের পর মেয়েকে প্রকাশ্যে আনলেন শুভশ্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জন্মের দুই মাস পর মেয়েকে প্রথমবার প্রকাশ্যে আনলেন শুভশ্রী। গত বছর ৩০ নভেম্বর দুপুরে শুভশ্রীর দ্বিতীয়বার হাওয়ার মা হওয়ার সুখবর গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। পুত্র ইউভানের পর রাজ-শুভশ্রীর সংসারে আসে ইয়ালিনি।

শুভশ্রী যদিও মেয়ের জন্মের পর বিশেষ যে বিরতি নিয়েছেন, তেমনটা নয়। সঙ্গে সঙ্গে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। স্বামী রাজের পরিচালনায় 'বাবলি' সিনেমার কাজে ব্যস্ত। শুটিং করতে ইয়ালিনি ও ইউভানকে ছেড়ে গিয়েছিলেন বাসা থেকে অনেক দূরে। শুটিং সেরে বাড়ি ফিরেই ইয়ালিনির প্রথম ঝলক দেখালেন অভিনেত্রী।

ইয়ালিনির জন্মের পর থেকেই তাকে দেখার কৌতূহল অনুরাগীদের। ছেলে ইউভানের জন্মের অল্প সময়ের মধ্যে তাকে প্রকাশ্যে এনেছিলেন এ তারকা দম্পতি। যদিও মেয়ে ইলিয়ানির ক্ষেত্রে অন্য পথই বেছে নিয়েছেন তারা।

বলিউডে রণবীর-আলিয়া থেকে বিরাট-অনুশকার সন্তানের চেহারা প্রকাশ্যে আনার ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই তারা রাজি ছিলেন না। বিরাট-অনুশকার মেয়ে ভামিকার দুবছর কেটে গেলেও তারা সেভাবে কোনো ছবি প্রকাশ করেননি। যদিও বিভিন্ন সময় অনুরাগীদের ক্যামেরাবন্দি হয়েছে ছোট্ট ভামিকা। মেয়ে রাহার মুখ দেখাবেন না বলে কাপুর দম্পতি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ১ বছর পার হওয়ার পর গত বছর বড়দিনে রাহাকে প্রকাশ্যে আনেন রণবীর-আলিয়া দম্পতি।

টালিউডের অন্যতম জনপ্রিয় দম্পতি রাজ-শুভশ্রীর মেয়ে ইলিয়ানির ক্ষেত্রে সে পথেই হাঁটবেন কি না, সেই নিয়ে অনেক আলোচনা ছিল। মঙ্গলবার রাতে ইউভান আর ইয়ালিনির সঙ্গে কাটানো মুহূর্তের ভিডিও ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেন শুভশ্রী।

এ পোস্টেই দেখা যায়, পা ছুড়ে খেলা করছে ইয়ালিনি, মায়ের কাঁধে চেপে বসে আছে ইউভান। শুভশ্রী অবশ্য এখনো মেয়ের মুখ দেখাননি।

এমবাপে যোগ দিলেই আগামী ১০ বছর ইউরোপ শাসন করবে রিয়াল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইংল্যান্ডে এরই মধ্যে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের বড় বড় ক্লাবগুলোর মালিকদের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ। স্প্যানিশ জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদ যেভাবে সেরা তরুণ প্রতিভাদের ধরে ধরে দলে ভেড়াচ্ছে, তাতে আগামী এক দশক এই ক্লাবটিই বিশ্ব ফুটবলে কর্তৃত্ব করবে।

দুই ব্রাজিলিয়ান তরুণ রদ্রিগো আর ভিনিয়াস জুনিয়র এখন রিয়াল মাদ্রিদের প্রাণভোমরা। তাদের দুজনের বয়সই মাত্র ২৩। এর মধ্যে গত বছরের মাঝামাঝিতে যোগ দিয়েছেন ইংলিশ তরুণ মিডফিল্ডার জুড বেলিংহাম। তার বয়স ২০।

ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী তারকা ২৫ বছরের কিলিয়ান এমবাপেকে কেনার জন্য অনেকদিন থেকেই চেষ্টা করছে রিয়াল মাদ্রিদ। এমবাপেও বহুবার বলেছেন, রিয়ালে খেলা তার স্বপ্ন।

তবে স্বদেশি লিগের ক্লাব পিএসজি ছেড়ে আসতে পারছিলেন না এমবাপে। এবার অবশ্য সে জট খুলতে পারে। পিএসজির সঙ্গে গ্রীষ্মে চুক্তি শেষ হয়ে যাচেছ এই ফরোয়ার্ডের। শোনা যাচ্ছে, সামনের মৌসুমে এমবাপের রিয়ালে যোগ দেওয়া অনেকাই নিশ্চিত।

আর সেটা হলে রিয়াল মাদ্রিদের শক্তিমত্তা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, অনুমান করাই যাচ্ছে। ডেইলি মেইলের এক কলামে স্প্যানিশ ফুটবল রিপোর্টার পেটে জেনসন লিখেছেন, 'যদি রিয়াল মাদ্রিদ শেষ পর্যন্ত চলতি গ্রীষ্মে কিলিয়ান এমবাপের সঙ্গে চুক্তিটি করে ফেলে, তবে এই স্প্যানিশ ক্লাবটি বিশ্ব ফুটবলের ২৫ ক্লাবের মধ্যে সেরা ক্লাব হবে। যা কিনা তাদের হাতে এক দশকের কর্তৃত্ব তুলে দিতে পারে।'

তার বিশ্লেষণে উঠে এসেছে, রিয়াল মাদ্রিদের ট্রান্সফার মার্কেটে দূরদর্শিতার বিষয়টি। তিনি মনে করেন, ক্লাবটির ট্রান্সফার ম্যানেজার জুনি ক্যালাফ্যাটে ব্রাজিলের ফুটবলারদের নিয়ে আলাদা করে কাজ করছেন। যার ফলে বিশ্ব ফুটবলের অন্য যেকোনো ক্লাবের তুলনায় ট্রান্সফার মার্কেটে কার্যকরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে রিয়াল।

জেনসন মনে করেন, করিম বেনজেমাকে ছেড়ে দেওয়া এবং জোসেলুর মতো ৩৩ বছর বয়সী স্ট্রাইকারকে সই করানোর মাধ্যমে রিয়াল আসলে এমবাপের জন্য দরজা খুলেছে।

কোচ কার্লো আনচেলত্তির অধীনে রিয়াল মাদ্রিদ যেভাবে তরুণদের নিয়ে পরিকল্পনা সাজাচ্ছে, সেই পরিকল্পনাই মূলত রিয়ালের হাতে আগামীর ফুটবল কর্তৃত্ব তুলে দেবে, মনে করেন জেনসন।

আগামী মৌসুমে রিয়াল মাদ্রিদের লাইনআপ হতে পারে এমন-থিবু কর্তোয়া, দানি কার্ভাহাল, অ্যান্তোনিও রুডিগার, এদের মিলিতাও, জুড বেলিংহাম, ভালভার্দে, চুয়ামেনি, কামাভিঙ্গা, ভিনিসিয়াস জুনিয়র, কিলিয়ান এমবাপে, রদ্রিগো, গোলার, এনড্রিক, ব্রাহাম দিয়াজ, ট্রনি ক্রুস। কতটা ভয়ংকর ভাবা যায়!

ডেইলি মেইলের এই প্রতিবেদনক মনে করেন, আগামী গ্রীষ্মে বায়ার্ন মিউনিখ থেকে ২৩ বছর বয়সী লেফট ব্যাক আলফানসো ডেভিসকেও নিয়ে আসতে পারে রিয়াল। বায়ার্নের সঙ্গে তার মাত্র এক বছরের চুক্তি বাকি আছে।

এমনকি আরলিং হালান্ডও যদি নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে চান, তবে মাদ্রিদ তাকে টেনে আনতে চেষ্টার কমতি করবে না, মনে করেন জেনসন। ফুটবল বিশ্বে কর্তৃত্ব করতে মাদ্রিদের যে পরিকল্পনা, তার সঙ্গে অন্য ক্লাবগুলোর পেরে উঠা কঠিনই হয়ে যাচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে

অনিশ্চিত উইলিয়ামসন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চলতি মাসের শেষদিকে শুরু হবে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের দ্বিপাক্ষিক সিরিজ। তবে টি-টোয়েন্টি সিরিজে অধিনায়ক কেইন উইলিয়ামসনের না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। এমনটাই জানালেন কোচ গ্যারি স্টিড।

মূলত উইলিয়ামসনের স্ত্রী বর্তমানে অন্তঃসত্ত্বা। তৃতীয় সন্তানের বাবা হতে চলেছেন তিনি। তাই সিরিজ চলাকালীন স্ত্রীর পাশে থাকবেন ডানহাতি এই ব্যাটার। স্টিড বলেন, 'উইলিয়ামসনের স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা, তাই আমি মনে করি টি-টোয়েন্টি সিরিজের সময় তার থাকার সম্ভাবনা নেই।'

উইলিয়ামসন না থাকলেও এই সিরিজ দিয়ে দলে ফিরতে পারেন ট্রেন্ট বোল্ট। বাঁহাতি এই পেসার কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন অনেক আগেই। তাই নিউজিল্যান্ডের জার্সিতে এখন খুব একটা নিয়মিত দেখা যায় না তাকে।

স্টিড বলেন, 'আমরা যদি তাকে দলে নিতে চাই, তাহলে সে অ্যাভেইলেবল আছে। সে ও আমি এখনো আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে এর একটা সুরহা করতে পারব।'

উইলিয়ামসনকে নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকলেও এই সিরিজে ড্যারিল মিচেলকে বিশ্রাম দিয়েছে নিউজিল্যান্ড। এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টেও খেলবেন না এই অলরাউন্ডার।

স্টিড বলেন, 'আগেও আমরা সুযোগ পেয়ে তাকে বিশ্রাম দিয়েছিলাম। কিন্তু এবার চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী, তার আরেকটু লম্বা সময়ের বিরতি প্রয়োজন। এটা কঠিন, কারণ সামনের সময়টায় খুব বেশি বিরতি নেই খেলার। আমাদের তাই মনে হয়েছে, সপ্তাহ তিনেকের বিরতি দিয়ে দেখা যাক, এটা থেকে তার মুক্তি মেলে কি না।'

এদিকে আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ।

অ্যাস্টন ভিলাকে উড়িয়ে

পঞ্চম রাউন্ডে চেলসি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে একের পর এক ম্যাচে হারলেও এফএ কাপে ঠিকই নিজেদের দাপট অব্যাহত রেখেছে চেলসি। বুধবার রাতে অ্যাস্টন ভিলাকে ৩-১ গোলে হারিয়ে পঞ্চম রাউন্ডে উঠে গেছে তারা। একইদিন অন্য ম্যাচে ব্রিস্টল সিটিকে টাইব্রেকারে ৫

-৩ ব্যবধানে হারিয়ে ৫ম রাউন্ডে উঠলো নটিংহ্যাম ফরেস্ট।

এই জয়ে চেলসি কোচ মওরিসিও পোচেত্তিনো আপাতত হাফছেড়ে বাঁচলেন। কারণ, ,মাত্র চারদিন আগেই উলভারহ্যাম্পটনের কাছে ৪-২ গোলে হেরেছিলো তারা। তার আগে লিভারপুলের কাছে হেরেছিলো ৪-১ গোলে। অ্যাস্টনভিলার সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছিলো তারা।

সর্বশেষ কারাবাও কাপে মিলসবার্গকে ৬-১ গোলে হারিয়েছিলো চেলসি। এরপর আর কোনো জয় ছিল না তাদের। সর্বশেষ বুধবার অ্যাস্টন ভিলাকে হারিয়ে স্বস্তি ফিরলো ব্লুজ শিবিরে।

অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে প্রথমার্ধেই ২-০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিলো চেলসি। কনর গ্যালাগার ১১ মিনিটে গোল করে এগিয়ে দেন চেলসিকে। এরপর ২১তম মিনিটে গোল করেন নিকোলাস জ্যাকসন।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেও বাকি গোলটি করে বসে চেলসি। আর্জেন্টাইন তারকা এনজো ফার্নান্দেজ ৫৪তম মিনিটে তৃতীয় গোলটি করে চেলসির জয় নিশ্চিত করেন। ম্যাচ শেষ হওয়ার খানিক আগে, ইনজুরি সময়ে (৯০+১) মুসা দিয়াবি গোল করে ব্যবধান কমান অ্যাস্টন ভিলার হয়ে।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট টেবিলে চেলসির চেয়ে অনেক এগিয়ে অ্যাস্টন ভিলা। ব্যবধানটা প্রায় ১৫ পয়েন্টের। কিন্তু এফএ কাপে এসেই চেলসি নিজেদের সঙ্গে ব্যবধানটা বুঝিয়ে দিলো।

৮ বারের এফএ কাপ চ্যাম্পিয়ন চেলসি পঞ্চম রাউন্ডে মুখোমুখি হবে লিডস ইউনাইটেডের। তার আগেই ইংলিশ লিগ কাপের ফাইনালে লিভারপুলের মোকাবেলা করবে পোচেত্তিনোর শিষ্যরা।

ফুটবলে যুক্ত হলো নীলকার্ড,

কখন ব্যবহার-শাস্তি কী?

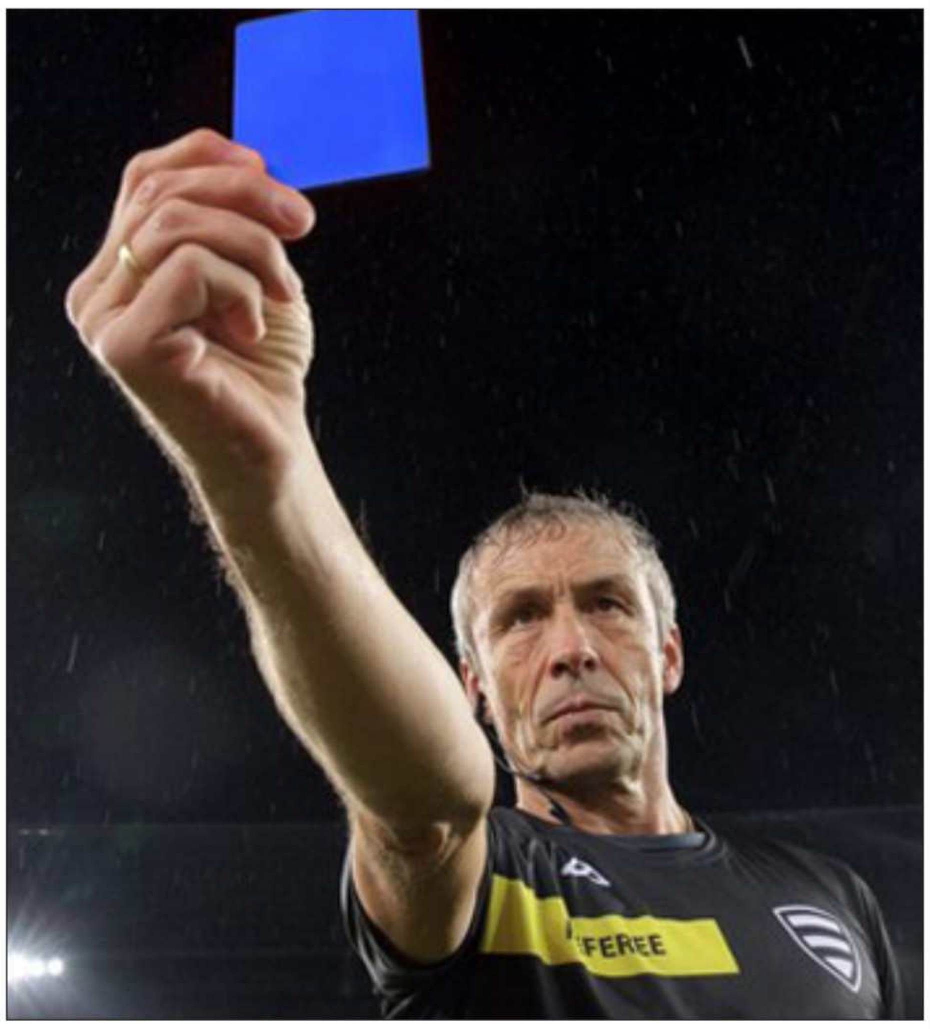

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফুটবল খেলায় লালকার্ড ও হলুদকার্ডের পাশাপাশি শাস্তিমূলক আরও একটি কার্ডের অবতারণা করালো আন্তর্জাতিক ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ড (আইএফএবি)। গতকাল শুক্রবার ভিন্নধর্মী শাস্তির জন্য নীলকার্ডের ব্যবহারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে ফুটবলের নিয়মনীতি প্রণয়নকারী সংস্থাটি।

গত বছরের নভেম্বর থেকে ফুটবলে নতুন কার্ড আনার প্রস্তাব করেছিলেন ফুটবল সংশ্লিষ্ট আইনপ্রণেতারা। তারা মনে করছেন, মাঠে ম্যাচ অফিসিয়ালদের প্রতি খেলোয়াড়দের আচরণকে নিয়ন্ত্রণে আনতে এই নিয়ম দরকার; যেন খেলোয়াড়রা ম্যাচের কর্মকর্তাদের সম্মানের দিয়ে কথা বলেন।

আবার বলা হয়েছে, খেলার মাঠে যদি কোনো খেলোয়াড় কৌশলগত ভাবে এমন কোনো ফাউল করেন যেটা আসলে লালকার্ড দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়; আবার হলুদকার্ডও কম শাস্তি হয়ে যায়, তখন রেফারি নীলকার্ড ব্যবহার করবেন।

যেমন, ২০২০ সালের ইউরো আসরের ফাইনালে গোল করতে যাওয়ার পথে ইংল্যান্ডের খেলোয়াড় বুকায়ো সাকাকে পেছন থেকে জার্সিতে টেনে ধরছিলেন ইতালির ডিফেন্ডার জর্জিও চিয়েললিনি। তখন যদি নীলকার্ডের প্রচলন থাকতো তাহলে ইতালিয়ান ডিফেন্ডারকে হয়তো এই কার্ড দেখানো হতো।

নিয়মে বলা হয়েছে, যদি কোনো খেলোয়াড় নীলকার্ড দেখেন, তাহলে ১০ মিনিটের জন্য তাকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে। এই নিয়মকে সিন-বিন বলে। ম্যাচের কোনো কর্মকর্তার প্রতি অশোভন আচরণ করলেও এই শাস্তি দেওয়া হবে।

এরই মধ্যে নিম্ন-স্তরের খেলায় এই কার্ডের ব্যবহার হচ্ছে। তবে এখনো ফুটবলের বড় আসর ও ম্যাচগুলোতে এর ব্যবহার হয়নি। গত এক বছর ধরেই এই কার্ড আন্তর্জাতিক খেলায় যুক্ত করার বিষয়ে আলোচনা হয়ে আসছিল। অবশেষে গতকাল ঘোষণা এলো আনুষ্ঠানিকভাবে।

ঘোষণা আসলেও এখনই নীলকার্ডের কার্যক্রম শুরু হয়নি। কারণ প্রিমিয়ার লিগ, লা লিগা, উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, কোপা আমেরিকা ও ইউরো ২০২৪ এই কার্ড ব্যবহারের প্রতি তেমন আগ্রহ দেখায়নি। কবে নাগাদ বাস্তবতায় রূপ নেবে নীলকার্ড, সেটি এখনো চূড়ান্ত নয়। বিষয়টি নিয়ে আগামী ১ মার্চ বৈঠকে বসবে আন্তজার্তিক ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। তখন দিক বিবেচনায় সিদ্ধান্ত নেবে ফিফা।

রিয়ালের আমন্ত্রণে

মাদ্রিদে ফিরছেন রোনালদো!

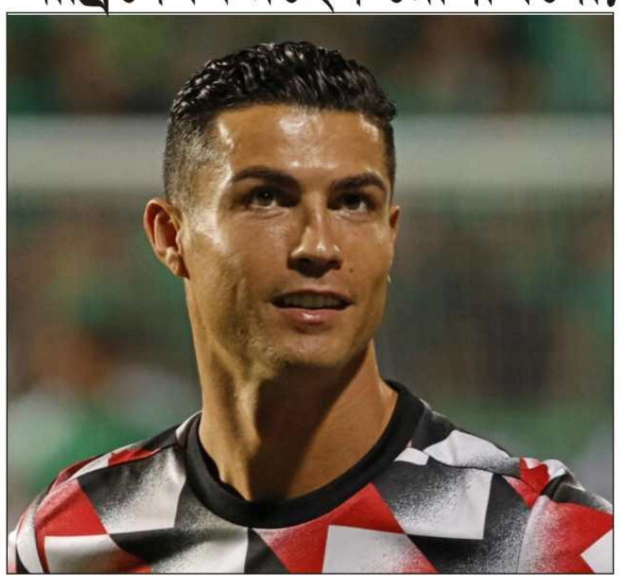

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : তিনি রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে এসেছেন প্রায় অর্ধযুগ পার হয়ে গেছে এরই মধ্যে। ক্যারিয়ারের একেবারে উচ্চতায় যখন, এমনকি যখন রিয়াল মাদ্রিদকে টানা তিনটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ উপহার দিয়েছেন, তখন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়েছেন। ২০১৮ সালে হঠাৎ করেই রিয়াল ছেড়ে সিআর সেভেন যোগ দেন ইতালিয়ান ক্লাব জুভেন্টাসে।

এটা সবাই জানে যে, খুব ভালো স্মৃতি নিয়ে রিয়াল ছাড়েননি রোনালদো। ২০১৮ সালে টানা তৃতীয় চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের পর তো তার ক্লাব ছাড়ার কথাই ছিল না। তখন থেকে অনেকেই বলে আসছিলেন যে, ক্লাব প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির কারণেই সিআর সেভেন এভাবে রিয়াল ছেড়ে যান।

রিয়াল মাদ্রিদ হয়তো রোনালদোর এই বিষয়টা উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং ২০১৮ সালে যে ক্ষত তৈরি হয়েছিলো, সেই ক্ষত কিছুটা সারিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। প্রায় ৬ বছর পর এসে অবশেষে সিআর সেভেন কিছুটা সম্মান পেতে যাচ্ছেন রিয়ালের পক্ষ থেকে।

নিঃসন্দেহে রিয়াল মাদ্রিদের ক্লাব ইতিহাসে সর্বকালের সেরা ফুটবলারের কয়েকটি আসনের একটি দখল করে থাকবেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। কেউ কেউ তো বলেন, রিয়ালের সর্বকালের সেরা ফুটবলারটিই হলেন সিআর সেভেন।

কিভাবে রোনালদোকে সম্মান জানাবে রিয়াল?

স্পেন এবং সৌদি আরবের বেশ কিছু সংবাদ মাধ্যমে দাবি করা হয়েছে, রিয়াল এরই মধ্যে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো এবং তার ক্লাব আল নাসরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে মাদ্রিদে এসে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলার জন্য।

রিয়াল মাদ্রিদের হোমভেন্যু সান্তিয়াগো বার্নাব্যু স্টেডিয়ামকে বিপুল অর্থব্যায়ে সংস্কার করা হয়েছে। দর্শক ধারণক্ষমতাও বাড়ানো হয়েছে। করা হয়েছে বেশ দৃষ্টিনন্দন। এই স্টেডিয়ামের উদ্বোধনী দিনেই একটি প্রীতি ম্যাচে রিয়াল মুখোমুখি হতে চায় রোনালদোর আল নাসরের।

এই সংবাদের মূল সূত্র হচ্ছে সৌদি পত্রিকা সাউদ আল সারামি। তাদের কাছ থেকেই সংবাদটি প্রকাশ করেছে মাদ্রিদভিত্তিক সংবাদপত্র মার্কা। যদিও এখনও পর্যন্ত সান্তিয়াগো বার্নাব্যু স্টেডিয়াম উদ্বোধনের তারিখ ঘোষণা করা হয়নি। তবে আশা করা হচ্ছে- চলতি মৌসুম শেষ হলে এবং ২০২৪-২৫ মৌসুম শুরুর আগের সময়টাতেই এই আয়োজন করতে পারে রিয়াল।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, রিয়াল প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ চাচ্ছেন, কিলিয়ান এমবাপেকে নিয়েই তারা রোনালদোর আল নাসরের মুখোমুখি হতে। কারণ এমবাপের অন্যতম আইডল হচ্ছেন রোনালদো। এরই মধ্যে জানা যাচ্ছে, আগামী মৌসুমেই এমবাপে যোগ দিতে যাচ্ছেন রিয়ালে।

জাপানে কীভাবে খেললেন মেসি? জানতে চায় হংকং

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইনজুরির জন্য হংকং একাদশের বিপক্ষে প্রীতিম্যাচে খেলতে পারেননি লিওনেল মেসি। অন্তত মেসি নিজে সেই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। কিন্তু এরপরেই জাপানে ভিসেল কোবের বিপক্ষে মাঠে নেমেছিলেন। আর এটাই ভালো লাগেনি হংকং সরকারের। তাদের দাবি, মেসি অন্তত ৪৫ মিনিট খেলবেন, এমনটাই ছিল ইন্টার মায়ামির সঙ্গে চুক্তির শর্ত। তবে ইনজুরির কারণে সেটা হয়নি। এজন্য আয়োজকদের পূর্ণ অর্থ না দেওয়ার কথাও তুলেছিল সরকারপক্ষ। সমস্যা এতই প্রকট আকার ধারণ করে, মেসি নিজে সংবাদ সম্মেলনে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। এতটুকুই হয়ত যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ইন্টার মায়ামি যেন ছাইচাপা আগুন উসকে দিল নিজেরাই। জাপানে ভিসেল কোবের বিপক্ষে ম্যাচে ঠিকই বদলি হিসেবে মাঠে নামেন। এতেই যেন আহত সকলে। কিংবদন্তি মেসিকে দেখতে টিকিটপ্রতি ন্যূনতম ১২৫ ডলার খরচ করেছিলেন হংকংয়ের ফুটবলপ্রেমীরা। সবমিলিয়েই হতাশা ভর করেছে হংকংয়ে। দেশটির সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও পর্যটন ব্যুরো তাদের বিবৃতিতে বলেছে, চোটের কারণে মেসি হংকংয়ে খেলতে না পারায় ভক্তদের মতো তারাও ভীষণ হতাশ। এরপরেই জাপানে খেলার প্রসঙ্গ টেনে তাদের মন্তব্য, 'তিন দিন পর মেসিকে জাপানে কোনো সমস্যা ছাড়াই খেলতে দেখা গেল। সরকার আশা করছে, আয়োজক পক্ষ এবং দল এর যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেবে।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR